হস্তমৈথুন বা ম্যাসটারবেশন  ২৪১

হওয়ায় ইহারই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াই অত্যাবিক। বালকদের বাস্ত ও দেহ অনেক সময় বালিকাদের চাইতে ভালহই থাকে এবং সেই অন্যাই এই কার্যে তাহারা অতি শীত ও অতি বেশী বিপরি বা নামিক হইয়া যায় না।

হস্তমৈথুনের কুফল নানাবিধ। অতিরিক্ত স্রীফল করার অপেক্ষাও ইহা ধারা নানাবিধীর অধিকতর আকারে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বাতকৃ কুফলের কাঠ ডাকার বৈষ্ণব হইলে হইলে কবরণের বিভিন্নভাবে প্রায়শ্চিত্র করা হয় ও যুবক যুবতীদের মনে অথবা অথবা তাহার বদ্ধ করা হয়, ইহা মোটেই ততদূর ক্ষতিকারক নহে; প্রথম কার্যটার কুফল অপেক্ষা এই সকল ভর দেখানোর কুফল বায়ু রোগানিতে আসাই দেখা যায়।

হস্তমৈথুন অনেক বিষয়ে অতাবিক মৈথুনেরই কাজ সম্পূর্ণ করিয়া দেয় এবং হস্তমৈথুনের অভ্যস্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ ঐ কাজ হইতে নিকৃত্য করা। হইলেই দেখা যায় যে তাহার প্রতিদোষের অতি প্রাপ্তিহীন হয়; কথ্যতও বা সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অর্থাঞ্চলিক আরও কয়েকটু রোগের অধীন হইয়া পড়ে। অনেক ব্যক্তি প্রতিদুর্গ ধারা চিকিত্সিত হইবার কালে আমাদের আনন্দে এই তাহার হস্তমৈথুন ব্যথা করিলেই তাহার প্রশংসা, অনিল। প্রাপ্তি ধীরণ করিলে রোগ জন্মে। আমার আর একটু রোগী ছিলেন যিনি শ্রবণর শয়নের পূর্বে একবার হস্তমৈথুন না করিলে সেই রাত্রে কথার ঘুমাইতে পারিতেন না। আর একটী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম যিনি একবার শ্রীহাস্য করিয়া  চোখ করিলে মোটেই সেই কার্যে সক্ষম হইতেন না। এবং তাহার
অনন্দের কোনও মতেই শক্ত, দৃঢ় ও সহবাসের উপযুক্ত ও সামর্থ লাভ করিত না; এই কারণে শ্রীসহবাসের অভ্যর্থিত পূর্বে তাহার হৃদয়ের ঘারা অনন্দেলাভিত্ত উত্তেজিত ও শক্তি করিলা পরে শ্রীসহবাসে লিপ্ত হইতে হইত। অপর একটা যৌনকার্যে অক্ষর ব্যক্তির চিন্তাসার তার পাইয়াছিলাম; তিনি নিজে ‘হৃদয়প্রাণ’তে আদি পছন্দ করিতেন না, অথচ পার্থে শায়িত রূপসী যুবতীর সহিত সহগমন করিবার দাবু প্রমুখ ও ইচ্ছা সক্রিয় তাহার অনন্দে মোটেই শক্তি ও দৃঢ় হইত না, নরম ও শিক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকিল। তিনি এক অপ্রত্য উপায়ে উহাকে উদ্দীপিত করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন। রাত্রে সগুলো শুইয়া থাকিবার কালে, তরুণ তৃষ্ণা ঘারা গা-হাত-পা এই রূপে তাহার জ্ঞাতাদী মালিক করাইত। এই তাইকে কিয়ৎ মালিক করিতে করিতেই তাহার অনন্দের শক্তি, ও দৃঢ় হইলেই তাহার শ্রীসহবাসের কমতা আশিত।

হৃদয়প্রাণ হইতে অসংখ্য প্রকারের রোগ যে জন্য হয় করে তাহার ভুল নাই তবে ইহার ঘারা যে সকল অভিজ্ঞ রোগাদির কলন। হয় তাহ। সত্য নাম। অসংখ্য প্রকারের চক্ষুরোগ, মাথারোগ, স্নায়ুরোগ, বধিরতা, গলা ব্যাধি, নাসিকার নানা বিভিন্ন কৃত্সনি ব্যারামাস, চর্বীর বিবর্ধ, বরোধ ও অন্যান্য প্রকারের বিভিন্ন উজ্জ্বল, ইঞ্জনাতি, সৃষ্টিসৃষ্টি, আক্ষেপিক কাপী, বদ্ধ, সংক্রাম, উদ্‌মান ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ যে হৃদয়ের হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার কবিবায়ণ উচ্চারণ বর্ণ। করিয়াছেন। যতরাং হৃদয়ের হইতে কোনো রোগ যে জন্য না তাহার বুক।
হস্তমৈথুন বা ম্যাসটোরবেশন

যায় না; বেন, মানবের রোগের একমাত্র কারণ এই 'হস্তমৈথুন' রূপ অভ্যাস!

যাহাতেই এই ক্রিয়া অভ্যাসটি হইতে যে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে সে সম্ভব সমস্ত করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে হার্বার্স বা অস্যামান্য ব্যক্তিরা হস্তমৈথুন করিলেই অতি শীর্ষ ব্যাধি জন্মিতে হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ও বায়ুবিক শক্তি-সম্পন্ন সকল ব্যক্তিরা অভ্যাসমত নামাজরকম হস্তমৈথুনের দ্বারা যে আগে অক্ষুধ হয় না তাহা অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদেশ স্ত্রীর নিকট হইতে যাহারা পৃথক বাস করে, এবং সহাসা আকাঙ্ক্ষার অভ্যন্ত উত্তেজিত হইয়া যাহারা বিনিময়কারী বাপন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে Insomniaর বোঝা হইয়া পড়ে, তাহারা যে মধ্যে মধ্যে হস্তমৈথুনের দ্বারা যে অনেকটাই ক্ষুদ্র ও বায়ুবিক থাকে তাহা তাহাদের নিকট হইতে অনেকক্ষেত্রে আনা গিয়াছে। হস্তমৈথুনের দ্বারা বিশেষ ক্ষুষ্ঠি না হওক, এই কুক্ষর্যের অক্ষু, লজ্জা, ক্ষুদ্র ও বিশেষর দ্বন্দ্বের উপর ব্যাধির হার হইয়া থাকে।

তিনটি বিভিন্ন অবস্থার জন্যই হস্তমৈথুনের দ্বারা বিহিত ক্ষীণ

দেখ। প্রথমঃ ও প্রথমীতঃ রস্তা বিষয় হইতেছে তাহাদের 'বর্ধন'; বিতৃতঃ দেখিবার জনিত তাহাদের শারীরিক গথন 'ও জীবনীকরণের অভ্যাস'; তৃতীযঃ তাহিবার বিষয় যে তাহারা এই ফারাটি 'ফোর্বার' করে।

প্রথমঃ দেখা যাউক বাল্যজীবনে হস্তমৈথুনের অপকারিতা,

কিন্তু দ্রুতগামে এই ফারাতেই হস্তমৈথুন কার্য্য আরম্ভ

করা হয়। এই রোগের হস্তমৈথুনের দ্বারা শরীর অতি অথভভাবে
জখম হইয়া থাকে। অপ্রাণ বৈষ্ণব কবিরাজে। ইহার কুকল সেখানের জন্য দ্রুত পূর্বক তীব্র বর্ণী দিয়াছেন সর্বই অতি সত্যসত্যে সমিশ্রণ যার যদি বাণ্যকালেই কোনও বাক্তি এই দৃষ্টায় করিতে আরম্ভ করে। এই কাঠের স্বারা একটা অপ্রাণ-সিদ্ধান্ত অপ্রতোতির জন্য ইহার একবার রসালাবাদ হইলে আর রস্কা নাই। পুনর্গুলো এই অপ্রাণ অপ্রতোতের জন্য প্রাগীষ্টি দিয়াছেন চক্ষুল হইয়া গড়ে এই মাননার একটা বিশেষ অবিশ্ব। এই যে ইহাতে অর্থবায় করিতে হয় না। নারী-সাহিত্যে অনেক সময় অর্থবায় করিয়া নারী-আরোপ করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে সে সকলের কোনও আবেষ্টন নাই। কেবলাচে একটু নিত্যস্থান ইহার অস্থায় অবশ্য এখন এই বিষয়ের হস্তমৈথুনকারীবালক কেবল নিত্য ও নিত্যস্থান অনুসন্ধানে রত হয় এবং পুনরায় এই কাহিনী করিয়া থাকে।

ইহার ফল নিঃসন্দেহেই সর্বনাশজনক, অকালবাঙ্কের, স্ত্রীদৌর্বল্যের সংশ্লেষনের, শিমোরোগের, চক্ষুবাণের, বোধভঙ্গের প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্যাধির ইহা হইতে সম্ভবত হয়। এইভাবে অতিরিক্ত শুক্রকুল হইলে তাহার অনন্যরিয়া অপর্যায় স্পর্শাস্পিন (hyperesthetic) ইহলা যায় এবং তাহাতে সমাজ স্পর্শে সংসারে এবং এমন কি ইহাঁতে সংসারে অনন্যরিয়াবদ্ধের কর্ষণ নাগিনা শুক্রকুল হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে সর্বনা নির্জনী হইতে চায়; লোকসমাজে বাইতে তাহার লাদুল লজ্জা ও ভয় হয়; কাহারও মুখপানে তাকাইয়া সে কথা কহিতে পারে না; সুখ বলবে পূর্ণ হইলা যায় এবং অপ্রাণ ব্যাখ্যাসত্তো দেখা দেয়। দৌহিন্য অবস্থাতেও বা তাহারও পরে যদি এই শুক্রকুলে রত হওয়া যায় তাহাতে ইহলে বাণ্যবাদ্যার মত এত তীব্র ফল হয় না।
দ্বিতীয় অবকাশ মধ্যে দেখিবার বিষয় এই যে সে বাঁকি ধরি পাত্তা ছিপিয়ে চেহারার মায়াবিক বাঁকি হয় তাহা হইলে তাহার উপর এই কুকার্ডের চীব্রণ কুফল আছে। এখুপই দেহধারী ও মৃদুনেহীরের উপর ইহা তত চীব্রণ ফল দেখাইতে পারে না। এইখানে, এই ব্যাপারটি গ্রামের পরিক্ষা করা হইয়াছে যে পাত্তা ছিপিয়ে চেহারার ব্যক্তিরাই এই কার্থে অধিকতর ব্যাপক হইয়া থাকে। খাদ্য ও সাধারণ জীবনবাহতর শ্রেণী ধারাও ইহার ফল অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

তৃতীয় বিষয়টি এই যে, তরুণমতি যুবকরা এই কুকার্ডের বিষয় ফল উপলব্ধি করিতে না পারিয়া একই দিনে পূর্বে পূর্ব হস্তমৈথুন করিয়া থাকে। এমন ঘটনাতে জানা গিয়াছে যে কোনও কোনও বালককে তরুণ যুবক একই দিনের মধ্যে ৬৭ বার হস্তমৈথুন করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই শরীরাচার্য হইয়া পড়ে। বর্তমান ব্যক্তিরা যদি ঠিক নির্দিষ্টভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে এই কার্থের আশ্রয় নষ্ঠা থাকে তাহা হইলে তাহাদের সাহায্য কোনও কৃতি হইতে দেখা যায় না।

হস্তমৈথুনের ঘরা অশ্লো, ঈপানি, এপিলোসি বা উল্মার রোগ অস্বাসবার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ইহাতে অতি সত্য যে ইহা ঘরা ঐ রোগুলি অস্বাসবার প্রমাণ আসে। ইহা ঘরা স্যায়রোগ, অকালবাৰ্ধক্য, ধাতুদৌর্বল্য, অপবৃত্ত, মাঝে মাঝে ও শিশুপীড়া নির্দিষ্টই জন্মায়। ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পুনর্নবিজ্ঞানী ক্ষতি, বদুমাত্রি ও শিথিল হইয়া থাকে এবং ইহা একপাশে হেলিয়া থাকে।

হস্তমৈথুনের অথ্য অর্ভ করণ আছে। প্রশ্নসমূহ:
অতি বাল্যকালে কোনও মৌলিক যৌনভাব। ব্যাখ্যাতে প্রণয়ন জননেবিত্রে হস্তাক্ষর দ্বারা হস্তমৈথুন করতে আবশ্যক হয়; ইহা সাধারণতঃ স্থানীয় প্রজাতন্ত্রের হইতেই জরুরি থাকে। অনেক সময় হস্তমৈথুনের পিতামাতা হইতে উদ্ধৃত সেবানো ঐ কার্যের নায়ক হইয়া পড়ে। স্থানীয় উৎসর্গন বা স্বজন জনিবারের করেক্টা হেতু আছে।

(1) ক্রিমীজনিত।
(2) অপরিচিততা হেতু জননেবিত্রে নয়ন থাকা জনিত।
(3) পৌরোথা পরিচিতের দ্বারা জননেবিত্রে চাপ ও সংযুক্তজনিত।
(4) জননেবিত্রের বিন্দু প্রাণীজনিত।

উপরোক্ত ঐ সমস্ত কারণগুলি দ্বারা জননেভিত্রে এক প্রকার চুলকানি বা স্বজন জনিত অথবা এবং তাহার অথবা তাহার হাত দিয়া জননেবিত্রীগুলিকে প্রধান করিতে চায়।

ইহার পর শিশু যেমন ক্রমশঃ রুদ্রপার্শ্ব হইতে থাকে তেমনি আরো করেক্টা কারণ আসিয়া জুটে ও তাহাকে হস্তমৈথুন প্রকৃতি করিবার উপলক্ষ্য হইয়া থাকে। নিয়ে আমি এই নূতন কারণগুলির নির্দেশ করিয়াছি।

(1) শুদ্ধতাবাদীর প্রদাহ ও উত্তেজন।
(2) বেশী বর্ষ পর্যন্ত শিশুগণকে উল্লাস রাখা; উত্তেজন।

(3) শুদ্ধতাবাদীর প্রদাহ ও উত্তেজন।
(4) বিশুদ্ধ বর্ষাকে একত্রে আলাদা করিতে দেওয়া। ইহাতে তাহার ক্রমশঃ পর্যায়ের কোনও বিভিন্নতা রুদ্রিত পারে এবং যদি তাহাদের ব্যবহার করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া উঠে।
(৪) শিশুর ক্রমনের সময় মা বা দাতীর দ্বারা তাহার পুঞ্জননের্মিত্তে সমৃত হওয়া। যে সকল ধনী ব্যক্তিদের চেলেরা চাকর বিরের হাতে মায়া হয় তাহারা প্রায়ই অতি সন্ত হননৈতিকে অভ্যন্ত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে শিশুদিকে চূপ করাইবার জন্য বা শান্ত করিবার জন্য তাহারা সেই শিশুদের পুঞ্জননের্মিত্তে মাঝে মাঝে নাড়া দিয়া থাকে; ইহা যারা শিশুরা, অন্ত অন্ত বয়স হইতেই একটা অব্যক্ত স্থানের আঘাত পায় এবং তথ্যের পীড়ন নিম্নোই সেই অভিজ্ঞতায়কে কাজে লাগাহইয়া থাকে।

ইহার পর ক্রমশঃ তর্কে যুক্ত হয়। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহাদের কাছে অপর কর্মক্ষেত্রে নতুন কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কুলে বোঝিয়ে থাকাকালীন তাহার। এই বিষয়ে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা বয়সে ও জ্ঞানে উহা ছাড়া ছাড়া। ছোট চেলেদিকে এই কাজেতে বিশেষতার পরিপক্ক করিয়া দেয়। তাহারা, তাহাদের ছোটদের কাছে এই কাজের চরম আনন্দের কথা। অতি লোভনীয় ভাষায় বক্সুতা করে ও তাহাদিগকে এই কাজে উৎসাহিত করে। অনেক সময় তাহার। তাহাদের সাথে নিজেদের হন্দনৈতিক হয়। ইহার চাকর প্রমাণ দেয় এবং এই কার্যের নিরোধিত করিবার অন্য তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলে। এমন বটনাও শোনা গেছে যে বয়সে ছাড়া, অবর্ণনে ছাড়া যৌবন করিয়া। উশক করিয়া। এই কার্যে প্রমাণ ও নিরোধিত করিয়া যায়; অনেক সময় উভয়েই সাহাস্যমূলক বিষয়া হন্দনৈতিক করিয়া যায়। হাজার, হাজার বালক
অভি পরিষ্কার চিন্তা ও নির্দেশিততায় খুলে অভি হয় কিছু কিছু দিন পরেই তাহারা এই কার্যে পরিপক্কতা লাভ করে। এই সকল ব্যাপারে এক এক শুধু পালিও কাহিনী অনুসেব সম্পত্তি হইতে হইবে।

মৌলন অবস্থায় ও পৌঁছ অবস্থাতেও এই কার্যের অপর করেকটি ন্যূন কারণ জুটিয়া থাকে, সেগুলি বাংলাবাহী কারণ হইতে পৃথক। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হইলেঃ

(১) অপরিমিত ও নিষ্কাষণ আহার পানে অভ্যাস।
(২) গ্রী-বিবৃত্ত অবস্থায় জীবনযাপন।
(৩) মানসিক মেথুন চিন্তা।
(৪) হথান অজন্মে চাপ পাওয়া।

অপরিমিত ও নিষ্কাষণ জীবাদি আহারে হহতু যে আমাদের ইতিরের ভীষণ উত্তরে। আসে তাহাতে অবিবাহ করিবার কিছুই নাই। বিখ্যাত ডঃ কোওয়ান (Cowan) বলেন—“Let any man or woman who doubts these things, live for a season on plain, nutritious, unstimulating food, and during the time lead a strictly continent life, and after getting their new mode of existence well established, let them take a cup of strong coffee and tea, and the desire for sexual congress appears at once; or a couple of glasses of wine or ale, and amativeness promptly proclaims. “I am excited and must be exercised ere I am appeased.” or
let them go to a hotel or boarding-house, and partake heartily of such conglomorate dinner as served to the patrons of such establishments, and my life on it they cannot pass the night without licentious desires. I here lay it down as an undeniable law, that a man or a woman, living as men and women usually live—eating what they eat, drinking what they drink, cannot live a pure life, cannot possibly live other than a life of debauchery and licentiousness."

এইভাবে অনেক বিশেষজ্ঞ মত তুলিয়া দিয়ে পারা যায় বিভিন্ন তাহার অবস্থার নাই; বেহেতু খানের তারতম্য মাংসারে যে এই সোকোর হাসিক হয় ঈহার সবচেয়ে মতুর্বম নাই—সকলেই একত্র হইয়াছেন। যাহারা অলস ও মৌটেই বাহিরে যান না এবং কোনও পরিচয়ের কাজ করে না, যাহারা কেবল ঘরেই বসিয়া থাকে, তাহারা অধিকাংশ সমস্ত হস্তমৈথুনে রহত ঈহার পড়ে। এবং এই কারণেই পল্লীগামের বালকের চাহিদ সহরের বালকগণ বেশী হস্তমৈথুনের অভাব ঈহার পড়ে।

মানসিক অপবিত্র। অনেক সময় শুধু মানসিক চরিত্রের অবস্থার কারণ নহে, পরস্পর হঃস্তমৈথুনের ছাপ্পায়িত দিয়া থাকে। উল্লেখ ছবি, পান বাঙ্গলা প্রেক্ষাপটির, বায়কোপ ইত্যাদিতে চলচ্চিত্রগুলিতে কামকালুগামের ছবি দেখিয়াও এবং সত্য বাংলা-অনুল উপজাতাদিতে এই ধরণের দীর্ঘদিবার গল্পগুলিতে পাঠ করিয়া অনেক ব্যক্ত
যৌনবৈজ্ঞানিক ও যৌনব্যাধি

যৌনকার্যে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় ও তাহারই অভ্যস্ততার ফল
শ্রুতি হতৈমূখে নিম্নুক্ত হইয়া পড়ে।

অনেকগুলো হঠাৎ আঘাত বা চাপ বা ঘর্ষণ পাওয়া হেতু সে এই কুতুহ্লাদস্তু ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা থাকে, ইহার সত্ত্বে তার আলবার্ট মোল (Dr. Albert Moll) বাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আমাদের জন্য উচিত। মোল বলেন—

“Horseback riding, working the treadle of a sewing machine, cycling, the vibration of a carriage or railway train in motion—all lead to masturbation by causing erection and producing voluptums sensations.”

হন্তমৈথুনের কতকগুলি সহজসাধ্য প্রতিকার আছে এবং তাহ। বিশেষত গালিত হইলে অনেকাংশে উহা কম হইবার সম্ভব।

(1) বিবাহিত জীবনে কোনও ধূসরধূসর হন্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যেহেতু তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের সন্তানসংস্কৃতিতে এই পাপে নিত হইবার সম্ভব ন।

(2) শিশুদের অনন্ত্রপ্রস্ত সর্বব্যাধি পরিকারণের রাধিতে হইবে এবং হৃদয়ের করিবার পরাট ভিন্ন করাচ তাহা স্পষ্ট করিতে দিবে না।

(3) শিশুদের পোষাকপরিচয় অতি অবশ্যই বিল্ল রাধিবে।

(4) শিশু বধি ক্রমগত অনন্ত্রিতে হাত দিতে থাকে তাহা হইলে কোনও বিচ্ছুপ ভাবারকে পরিমাপ করাইবে এবং কিন্তু বা অন্য কোনও দোষ আছে কিনা সত্যিতে বলিবে।
(৫) শিশুদেরকে কদাচ খুঁড়ি, চাকরাপ্তি বা বালকের হাতে দিবে না।

(৬) শিশু তরুণবস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে পুত্র শ্রদ্ধা গৃহে বিলিয়া—কদাচ এক বিছানায় শুইবে না।

(৭) শাখা বেন অতি কোমল না হয়。

(৮) এই সময় হইতেই তাহার খাঁড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; কদাচ অপলোভিত আহার ও উদ্ভিবাদি পেরিয়ে দিবে না। সে শাখাশৃঙ্গ ও প্রচুর জল বেন পান করে।

(৯) কোষ্ঠবাহী কোনো না হয়। কোষ্ঠবাহী, হেতু হইতে হইতেছুন, বধনোপস্ত প্রভৃতি যৌনব্যাক্তির হৃদয় হয়।

(১০) বালককে কদাচ বিনাকাণ্ড বা আগচ্ছ কারারন করিতে দিবে না।

(১১) তাহার কোনের কাছে বা তলগেটে কদাচ খুব বেশী কাপড়-চোপড় রাখিতে দিবে না।

(১২) সকালে পূর্ব ভাগিলেই বালক বেন লঙ্কদরিয়া বিছানা হইতে একটিকে নামিয়া আসে।

(১৩) পূঁজননিত্যচর মুখটি খুলিলেই দেখা যায় যে এই অঙ্গ তথ্য প্রচুর বয়লা ও বর্ণ কমিয়া থাকে। ঐ মুখটিকে খুলিয়া প্রত্যেক শীতল জল দ্বারা ঐ ময়লা পরিকাঠ করিয়া দিবে।

(১৪) পূর্ব হইতেই এই কাণ্ডে রত হইলে মনে মনে প্রতিজ্জ্ব করিতে হইবে যে ‘আর এই কুঁড়ে করিব না।’ পুনর্পুনঃ আশ্রিত বিশালের সহিত এই তাহ মনের মধ্যে উদয় হইলেই অনেক সময় ঐ কাণ্ডের নেশা দূর হয়।

(১৫) অতীত অভ্যাসের কথা কদাচ পরশ করিবে না।
‘হরমতৈথুন’ অভ্যাসটি শুধু তারা দুর করিতে হইলে করেক্ট বিধাতা হোমিওপাথি ঔষধের সাহায্য লইয়েই চলে। আমি নিজে সেই গুলি জানিতেছি চাইলে ।

চাইলেন ৩০। পূর্বতন হরমতৈথুন করিবার ইচ্ছা ছিল, অথবা পূর্বতন হরমতৈথুন করিবার ইচ্ছা ছিল না। হরমতৈথুনের অভ্যাস আরো দীর্ঘ ব্যবহার করিবেন হইল। পেটফুগা ও নির্জনপ্রিয়তা বর্তমান থাকে।

এসিড-ফ্রস ৩। পূর্বপূণ্য হরমতৈথুন করিবার ইচ্ছা; অথবা পূর্বতন হরমতৈথুন করিবার ইচ্ছা ছিল, অথবা পূর্বতন হরমতৈথুন করিবার ইচ্ছা ছিল না। হরমতৈথুনের অভ্যাস আরো দীর্ঘ ব্যবহার করিবেন হইল। পেটফুগা ও নির্জনপ্রিয়তা বর্তমান থাকে।

অরিগেনন্য-মেজরাল্পা ৩৩। আমার পূর্বে এই ঔষধিতে সেবা করিলে হরমতৈথুনের অভ্যাস চলিয়া যায়। হইল ব্যবহার আমি ২টি আশায় রোগী আরাম করিয়াছি।

নফস-এমিয়া ৩০। হরমতৈথুনের অভ্যাস দীর্ঘ ব্যবহার করিবে। হরমতৈথুনের কুফল হেতু অভ্যাস, শিরশ্চীড়া ও কোষভঙ্গতা প্রকাশ পাইলে হইল ব্যবহার করিবে।

আইসিলেগা ৩০। এই ঔষধিতে ব্যবহার হরমতৈথুনের দীর্ঘ ব্যবহার করিলে দুর হয়। আমি এই ঔষধিতে ব্যবহার করেক্ট রোগীর সমর্থ তহবিলকর করিতে সমর্থ হইভাবে।

বিউনফুল-রাবা ৩০। হরমতৈথুন করিবার অভ্যাস বাধার সতর্ক নির্জন হন খুঁজে বেড়ায় তাঙ্গাদের পক্ষে এই ঔষধিতে অতি সহায়। হরমতৈথুন হেতু মৃদু রোগ হইলে হইল হাস্য অবধি।
এই ঔষধিতে ফটকে ব্যাঙ। হইতে উৎপত্তি হইয়াছে; ( সত্যপ্রণীত ঔষধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ ১ম খণ্ড দেখ।)
ধর্মভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৫৩

বেলিস-পারগাম ৩। হত্যামূলক ইত্যাদি হেতু মৃত্যুর ব্যাপার দেখা গেলে ও সাধারণ শারীরিক অসুস্থতা ধারিকে ব্যবহার্য্য।

ক্যানাডারিত্ব-কস ৬৪ বিচুর। হত্যামূলক করিত্ব যথেষ্ট ধারাগুলো হইলে ও অত্যন্ত শরীর জীবনীর্ঘ্য হইয়া পড়িলে বাইরেকারিত্ব শপথ করিতে এই ওষ্ঠটি অতি স্বন্দর কাজ করে।

ধর্মভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার।

শ্রীসহস্রাবধির কমতা যখন আংশিক বা সম্পূর্ণ লোপ পায় তখনই ধর্মভঙ্গ রোগ জন্মে। এই সময় অননিয়ম চর্বন হয়ে যায়, প্রায়ঙ্গুলি উত্তেজিত হইতে চায় না এবং সদস্মৃচার সময়ে অননিয়ম মোটেই শক্ত, মোটা ও লীলাশয়ই হয় না। এ এক প্রভাতি অভ্যন্তর মাত্র ও একাদিঃ ব্যাধি। পুকুরের মনে হয় কাব্যাসন। প্রক্রিয়া হয়ে উঠিয়া, পার্শ্বে প্রত্যেক রুপসী ও যোগসী নারী সহস্রাবধি ইচ্ছায় উত্তেজিত হয়ে তাকে রূপে তুলে দিতে উদ্যোগ অথবা এরকমে সেই পুকুরের অননিয়ম কূট, শীতল ও শিবিল। এমন কি অন্যক গতানুগতর কারণ তা ভুক্তভোগী ভিয়ে কেহ মৃত্যুর না। অন্যকে আরাম অনেক ধর্মভঙ্গ রোগী আয়নীয়তা করে তাদের প্রাণের আলাদা সিদ্ধ হয়ে চায় বলে পড়ে আমি নির্দেশ করিয়েছি।

অনেক নারী যে কৃষ্ণ অসতী হয়ে পড়ে বা প্রতিহত্যার দলে নাম লেখায় তারও অভিকাঙ্কের মুলে যাচ্ছে তাহুদের হতভাগ্য আমীর সম্পত্তির প্রতিহতার। পরপুকুরতা অনেক রোগী নিত্য মুখে বীর্যরাম করেছেন যে শ্রীমতী শাহদারের কামিগন। যাদিতে অস্ত হওয়া হেতু এই ধর্ম তারা পরপুকুরকে সেই দান করে। নিম্নের সমস্তত্ত্ব তোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক
ধর্মভঙ্গ ধনীর চক্ষুর সামনে তাহাদের শ্রীগণ অস্ত্রক্ষণ এবং এমন কি চাকর-বাকর, বাটীর সরকার, ডাইভার প্রভৃতিকে লইয়। মদনকীর্তিকে রত হয়। ধনী সব বুঝেন, সব জানেন, অল্প বলিবার কিছুই তাহার ধাতে না; যে ভীষণ কুখ্যা মিটাইতে না অগ্রসর, তাহার সকল ব্যক্তি ভিন্ন কে মিটাইবে? তাহা ছাড়া, সেই সব দুর্বল নারীর পরপূর্ব আস্ত্রিতে দৃষ্টি উল্লাসিনি হয় যে তাহাদের সামনে বাধা দিলে তাহার আরো ভয়াবহ ও বিপজ্জনক কার্য করিতে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রিয় নাগরকে লইয়া এবং সেই সকলে ধনীর দেওয়া গহনা বা টাকায় সংগ্রহ করিয়া হয় লে পলাইয়া যায়, নচেৎ বিশ্বস্তী বা অন্ত কোনও উপায়ে তাহার অক্ষ ধনীর জীবন দৃঢ় করিতেও চেষ্টা করে। এ সব ঘটনাও বিরল নয়। অদৃশ্য প্রেম সময়ের শ্রীরূপ ও ধনীহত্যাৰ প্রস্তুতি ঘটনা বিচারালয়ে দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৯২তম মাসেই দেখা যাবে যে ধনীর যৌনকার্যে অক্ষত। স্নাত্রাং মানবের জীবনে এত বড় ছোটটা বোধ হয় আর নাই। সহবাস্কান্তিনী ধনীর শান্তি প্রদানে যে ধনী অক্ষ সত্যই তার জীবন ভুল।

সদ্মশল্য ফাস হওয়ার নামই ধর্মভঙ্গ। কোনও রমণীর সহিত মধুরক্রিয়ায় রত হইয়া। তাহাকে সম্পূর্ণ তৃষ্ণি দেওয়ার নাম হচ্ছে পৌরুষ বা Virility। 'Virility simply means the power of giving complete sexual gratification to a woman at a single Coitioon.' কিন্তু স্ত্রীলোকের কৌনসুধায় তৃষ্ণা দিতে হইলে ছুইটি জিনিসের অবহেল; একটি হচ্ছে শক্তি ও দুই অনন্যিত্রী এবং বিনিমিয়া হচ্ছে ধারণাশক্তি।
ধর্মব্যাখ্যা, তাহার কারণ ও প্রতিকার

প্রথমাং সন্ধ্যা আলোচনা করা যাক। অথবা ইতিপূর্ব কৃষিবিষয় অর্ধের হাইমেনের (Hymen) কথা উল্লেখ করেছি।

প্রত্যেক রথীর রোনীদেশ এই কোমল বিলীন থাকা আয়ুত থাকে; তাহার মধ্যে কেবলমাত্র কুচ্ছ একটা আঁধার প্রবেশ করিতে পারে। সাধারণতঃ এই কৃষির চাঁদ প্রথম সহায়ের দায়ী ছিল হয়ে যায় ও পুণঃজননের পর মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায়।

তাহাই হইলে ইহা স্পষ্টতই দেখা যায় যে শ্রদ্ধিমান পুরুষের দৃষ্ট ও শ্রদ্ধ হয়ে যায় এই হইলে টি ছিল হইবার রীতি রোধ হয় প্রকৃতিই নমনায় যোনকার্যের মধ্যে স্ববার করিয়া দিয়াছেন; স্তন্ত্র নারীর সহিত সহবাস করিতে হইলেই চাহি পুরুষের দৃষ্টি লিক্ষ; তাহা না হইলে প্রথম সমঝে করা চাহি ভাগ্যে হইবে না। অক্ষম ও চক্রবল পুরুষ স্ত্রীসহবাস করিয়াই ইহা যেন মোটেই "প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়, তাহই সমস্তে যোনীদ্বারে ঐ বাধা। 'The hymen is an obstacle to the impregnation of the young female by immature, aged, or feeble males.' নারী যে পুরুষের মধ্যে শক্তির ক্ষুরে দেখিতে চায়, ইহা যেন তাহারই অভিপ্রেত মায়া স্তন্ত্র শীতল শিকা ধারা হাইমেন ছিল হইবে না,

এবং সেই দুজন রতিক্রিয়ায় সে বাতিল ও নামজ্জা হইবে পড়িবে।

' বিশিষ্ট কথা অর্ধের ধারণাশক্তি সন্ধ্যা কেন্দ্র বাধারা নিজে নাই; কাহারও অতি শীতল নিমেষ মধ্যে রেভাঙ্কণ হইবে থাকে কার্য হইব না। রেভাঙ্কণ হইতে বিলম্ব ঘটে। এমন রোগী আপার হাতে চিকিৎসিত হইয়াছে যাহার রিপোর্ট দেখা যায় যে সে সহবাস অথবা নারীকে সংশয করিলেই তৎক্ষণে অফ্রাব
হইয়া পড়ে ও সহ্বাস ক্ষমতা একবারেই লোপ পায়; আবার এমন স্বীকারিতা পাইবার ধারায় রোগের একগাণ করণ তাহার স্বামীর অভ্যন্তরীণ ধারণাশক্তি। জনৈক দ্রুত চিকিৎসা করাইবার সময় তাহার পরিবর্তে মৃত্যু আসিয়াছিলেন যে তাহার স্বামী সহ্বাস করিতে আরম্ভ করিলে পূর্ব ১ ঘটার কমে তাহার মৃত্যু দেখ না; আর ঘটার সময় পর্যন্ত সেই-স্বীকারিতাতে তাহার স্বামীর সহিত সহ্বাস করিয়া একবারে অস্ত্রি হইরা পড়ে কিন্তু তখনও তাহার ধারণার শুদ্ধিবাদ না হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহার কামানে নিজেকে আহত করিয়া দিতে হয়। কিন্তু সহ্বাস শেষ হবার পর সে জীবিত কি মৃত তাহা বুঝা যায় না।

স্বামীর সহ্বাসে সেই বৃহ নিকট সেন একটা মৃত্যু ঘটার সাথে সাথে সাথের ব্যাপার। ঐগুলি অন্যান্য যে মৃত্বয়নের রূপ প্রকাশ করিতে পারে তাহার সহ্বাস এরকম প্রকাশ করিতে পারে। বহু রায় করা যায় যে আসি তারক দ্রুতপ্রাপ্তি ঘোষণার কারণে আরোগ্য করিয়া এবং তাহার স্বামীর মৃত্যুর সহ্বাস উপদেশাধি হার। তাহার স্বামীর উপদেশাধি করিয়া তুলিতে সক্ষম হই। একশে সেই স্বামীর আর কোনও কষ্ট হয় না।

ধারণাশক্তি উক্ত করিবার অনেক প্রক্রিয়া আছে। ঐবির্ক্তেই অনেক বিবাহিতজীবনের ঘটনা ও সমস্তার উপর হয় তাই দ্বিতীয়জীবনে যৌনসমস্তাতে আসি ধারণাশক্তি উক্তির উপর সমষ্টি নন্দনবাদ প্রক্রিয়া ও কোনোরূপ কথা বলিতে।

গৌরব বা সমভাবক স্মরণ করিতে। ইহ না থাকিলে তাহার জীবন-মৃত্যু ঘটিত থাকে। 'Better death than lost manhood.' সমভাবকের অভাবে পুলিশের মধ্যে একসময়
ধর্মজয়, তাহার কারণ ও প্রতিকার

তারাদিগকে বা খোজাদিগকে একান্ত দেখেলাই বুঝা যায়। হিন্দুদিগকে ইরানীতে বলে হেরমাফ্রোডিট এবং খোজাদিগকে ইরানীতে বলে এনুন্চ। প্রথমজীবের মধ্যে গৃহী বা পুরুষ-অনুপন্থী সম্বন্ধ ফ্রীত হয় না এবং শোকগুলির বাণীবরেনই চোর করিয়া বা অন্ত প্রয়োগ অনন্মণ্ডলীর অপসারণ করা হইয়া থাকে। মুসলমান রাজ্যের ভারতের হুইমের মধ্যে বেগদিগের রক্ষণাবেক্ষণ অঙ্গ এই সকল খোজার স্থায়ি করা হইত। দাসপ্রাপ্ত শ্রেণির মধ্যে আসক দাসেরা এই স্থায়িত্ত্ব করা হইয়াছিল। এই হই একার মানবের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষের কোনও ভোদালে নাই। তাহার মাত্র গোলফ, জাপান না, গনার শ্ব পরিবর্তন হয় না, মাসপোষী শক্তি ও শ্বুর হয় না এবং শাক্তগুলি দূর্বল থাকিয়া যায়।

তাহার দেহের এই অবস্থা অপেক্ষা মনের অবস্থা আরো ভূমান হইয়া থাকে; তাহার মন-গ্রাণে সাহস ও বুদ্ধিমত্ত্ব একটি পশুনবর্ষীয় বালকের মতই থাকিয়া যায়। তাদের সাহস থাকে না, উচ্চ আশা দেখা দেয় না।

পুরুষের সম্বন্ধকার কথার অনেকগুলি কারণ আছে। বাস্তবতার ছায়া সম্বন্ধকার রক্ষারও করেকৃত ব্যাখ্যাকর বিদ্ধি আছে এবং তাহা মানিয়া চলিলে নিবীর্য হইবার ভয় থাকে না। অবিলম্ব এবং অতিরিক্ত ইহুটিষের। বেদুই বীর্যক্ষর হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম যৌবনস্তরের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মনেপ্রাণে একটি অব্যক্ত কামশিষ্টি দেখা দেয়; অনেকে সেই শিষ্টের প্রতি দিকবিদিক দান হারাইয়া ফেলে এবং সময়ে অসময়ে হাম্বাবিক অস্বাভাবিক উপায়ে, বীর্যক্ষর করিতে
আরম্ভ করুন। প্রথমেই দেখা দেয় 'হস্তমৈথুন'। তাহার সম্ভে বিস্তারিত বর্ণনা আমি পূর্বেই যথাযথে করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই এইখানে জানাই যে এই হস্তমৈথুন হইতেই ক্রমে বীর্যক্ষর হইয়া ধর্মজন্মে পরিপূর্ণ হয়। বাল্যকালে, যখন দেহের যাত্রিত রস রক্ত করাই একাকী কর্মদ্বয়, তখন হইতেই এই অস্বাভাবিক উপায়ে তথ্যকার অপরিপূর্ণ বীর্য নির্মল হইতে আরম্ভ করে ও ফলে অতি শীত যৌবনে বীর্যক্ষর দেখা দেয়। আমাদের মানবজীবন হইতে যদি এই হস্তমৈথুনরূপ পাপকাজ কখনও দুই করিতে পারা যায় তাহা হইলে জগতের লক্ষকোটি নরনারী রোগ ও হংস্বর, জ্ঞা ও মুক্তির হাত হইতে নিষ্ঠ ত্রাণ পাইবে।

ইহাই ছাড়া 'শ্রীসম্বোধ' আছে। নিজের শীর সঙ্গে বা পরবর্তী সঙ্গে সময়ে অনন্তে যন্ত্রিতা করিয়া পূর্ব তাহার বীর্য শীত করিয়া ফেলে। কামার্গ পুরুষ রোগী দেখিলেই উদ্দৃত হইযা গড়ে এবং তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইতে চায়। আমার অস্থায় ধর্মজন্ম রোগীর প্রতোকেই শীর্ষ এইঝাবে অপরিমিত ইন্দ্রিয়বিশার ইতিহাস দেখিতে একজন রোগী এমনুক্র লিখিয়াছিলেন যে তিনি (বয়স ২৫) এক বৎসর ধরিয়া নির্ভরির তরী পরিত্যাগ করিয়া একদিনও বার বিশেষে শীর্ষবাস করিয়াছেন একদিনও বার বিশেষে পারেন নাই। ঐ সময় মধ্যে হইত্ত তাহার শীর কিছুদিনের অন্য পিতারে বাণ্ডা তিনি তাহার বাড়ির ২ অন বিশেষে শর্মাই প্রতি রাখাই যন্ত্রিত নির্মল রাখা হইতেন। উক্ত বিষ যথেষ্ট মধ্যে একজনের বয়স ১৫ ছিল এবং তাহা সহিত হংস্বর সহবাসের পর সে আর পারিয়া উঠিত না,
ধর্মনগর, তাহার কারণ ও প্রতিকার - ২৫৯

সেইজন্ত অপর বির (বয়েস প্রায় ৪০) সহিত তাহাকে বাধা হইয়া আর ২ বার সহাস করিতে হইত। ফলে এইভাবে ৫৬ মাস গ্রীসিনের জন্য সে সম্পূর্ণ ধর্মনগরের রোগী হইয়া পড়ে। আমি তাহার অতীত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে হাতে পাই। তখন তাহার মজার বিকৃতির লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে।

হুঁহু সহিত জ্ঞান যে তাহার ঐ যৌনব্যাধির চিকিৎসা করিবার মধ্যেই হঠাৎ তাহার কলারা হয় ও ঐরূপ বহন অবস্থায় সে ঐ করাল ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হওয়ায় অকালে মহাপ্রাপ্ত করে। তাহার কথা শুনে হলে এখনও আমার চক্ষে জল আসে। হতভাগ্য তাহার ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। তাহার বেলার পরোনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে সে ত মরিয়া। বিচিত্র কিন্তু জীবন্ত মরিয়া। গেল তাহার মৃত্যু। পিতামাতাকে ও পঞ্জরবধূরা সরলা বালিকা স্ত্রীকে। আমি আমার এই রোগিটের সংবাদ জানাইয়া সাধারণকে অপরিমিত শুন্যস্থলের মোহ হইতে সাধারণ করিতে চাই।

হস্তমৈথুনে উৎপন্ন হইয়াছে ‘ওনান’ ( onan ) ঘাঁরা, তাই ইহার ইংরেজী নাম onanism। এই ও রোমানীণ এই দোষটি তাহাদের দেবতা মার্কারিনি ( Mercury ) উপর হাত করিয়া রূপে সে পরমাণু স্ত্রী ‘একো’ ( Echo ) ধরণের মারা বাণ তখন ঐ দেবতার মহারাজা প্যানের’ জন্য এই মরাজ ব্যাপারটি আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার হইতে যতই দৈশ হইতে ব্যাপ্ত লোপ পাইতেছে ততই ঐ পাপের শোনার দেশের আবালবৃদ্ধিতা। ভাসিয়া যাইতেছে; ফলে চারিদিকে অগালবদ্ধকৃত ও অকলায়ত ছইতেছিল। এই মূল আশায় মূল
আরস্ত করে। প্রথমেই দেখা দেয় ‘হস্তমৈথুন’। তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বরনা আমি পূর্বেই যেহেতু করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই এইখানে জানাই যে এই হস্তমৈথুন হইতেই ক্রমশঃ বীর্যক্ষয় হইয়া ধর্মজীবন পরিণত হয়। বাণীকালে, যখন চর্চা যাবতীয় রস রক্ত করাই একাধি করবায়, তখন হইতেই এই অপাতাভিত্তিক উপায়ে তথ্যকার অপরিপূর্ণ বীর্য নিশ্চয় হইতে আরস্ত করে ও কলে অতি শীর্ষ গৌরবের বার্তাক্য দেখা দেয়। আমাদের পাঞ্জাবী জীবন হইতে যদি এই হস্তমৈথুননাট্য পাপকাজ কখনও মূর্তি করিতে পারা যায় তাহা হইলে জগতের লক্ষণী নরনারীর রোগ ও হংস্তর বর্ষা ও মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কর্ষ আর পাইবে।

ইহা ছাড়া ‘শ্রীসত্ত্ব’ আছে। নিজের শ্রীর সঙ্গে বা পর্যায়ী সঙ্গে সময় অসময়ে যৌনক্রিয়া করিয়া পুরুষ তাহার বীর্য শেষ করিয়া ফেলে। কারণ পুরুষ রশ্মী দেখিলেই উন্নত হইয়া পড়ে এবং তাহার সহিত সহায়ে পূর্বুক্ত হইতে চায়। আমার অসংখ্য ধর্মজীবন রোগীর প্রত্যাবৃত্ত জীবনে এইভাবে অপরিমিত ইতিহাসের ইতিহাস দেখি। একজন রোগী একদুই লিখিত ছিলেন যে তিনি (বয়স ২৫) এক বৎসর ধরিয়া নিয়ন্ত্রিতভাবে একদিনের ৪ বার হিসাবে শ্রীসহায় করিয়াছেন একদিনও বার দিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে মধ্যে হয় এই তাহি শ্রী কিরীত্রিকের অংশ প্রতিশ্রুত যাওয়ায় তিনি তাহার বাংলার ২ জন নির্দেশ করিয়াই একদিনের যৌনক্রিয়া নহে।

উচ্চ বি প্রথমে একজনের বয়স ১৫ ছিল এবং তাহার সহিত হইবার সহায়ের পর সে আর পারিত না,
সেইজন্ত আপনা বির (বন্ধন প্রায় ৪০) সহিত তাহাকে বাধ্য হইয়া আর ২ বার সহাস করিতে হইত। ফলে এইভাবে ৫৬ মাস শ্রীমন্তের জন্ম সে সম্পূর্ণ ধর্মজন্তুদের রোগী হইয়া পড়ে। আমি তাহার অতীত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে হাতে পাই। তখন তাহার মমত্তবকৃতির লক্ষণও একাশ পাইয়াছে। হঠাতের সহিত ; জানাই যে তাহার ঐ যৌনব্যাধির চিকিৎসা করিবার মধ্যেই হইতে তাহার কলের হয় ও ঐতৃপ ছর্বল অবস্থায় সে ঐ করাল ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হওয়ায় অকল মহাপ্রাণ করে। তাহার কথা স্মরণ হলে এখনও আমার চক্ষে জল আসে। হতভাগ্য তাহার ধনী পিতার একমাত্র সত্তা। তাহার বেগুপর রচনানীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে সে ত মরিয়া। বালিক কিছু জীবন্ত মারিয়া গেল তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ও পঞ্চদশবর্যা সরলা বালিকা শ্রীকে। আমি আমার এই রোগিতের সংবাদ জানাইয়া সাধারণকে অপরিমিত শুভ্রক্ষেত্রের পোহ হইতে সাবধান করিতে চাই।

হয়তোই উপলভ্য হইয়াছে “ওনান” (onan) ধারা, তাই ইহার ইংরেজী নাম onanism। ঐক্য ও রোমানগণ এই দোষী তাহাদের দেবতা ‘মার্কুরি’ (Mercury) উপর মুক্ত করিয়া বৃষ্টি দে, পরমাশুন্দরী শ্রী ‘একো’ (Echo) যখন মারা যান তখন ঐ দেবতাটা মহারাজা ‘প্যানের’ জন্ম এই সন্ধার ব্যাপারটি আবির্ভাব করিয়াছিল। তাহার হইতে সত্যই দেশ হইতে শ্রীচর্চা লোপ পাইতেছে ততই ঐ পাপের বোধে দেশের আবার বিদ্যমান। তানিয়া বাইতেছে; ফলে চারিদিকে অকালবাদ্ধক্য ও অকালুম্বুরা; চারিদিকেই ক্লীবম ও পশুর। আপাতমূল্যের বোধের আশায় মন্ত
মানব চিপিয়ে পড়ে এই নরক আবর্ত্তে, যেসব করে পতঙ্গ ঝুপ দিয়ে মরে অলম্ত আগুনের মাঝে। এই পাপটি হইতেই ধাতুদোকল্যাঙ্গ, পরে শপদোষ, পরে অতিরিক্ত সহবাস ইত্যাদি জুটিয়া পরে ধরনভঙ্গ রূপ রয়া শন্ম আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা রূপথে চালিত মনকে বৈমৃত্ত করা যায়; শ্রীতেরবান গীতায় তাহার গ্রেঞ্চ শিখিয়াকে বলেছেন——

অসংশয় মহাবাহী। মনে ছনি এইচ চলাম।
অভ্যাসে তু কোনোয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে।

তাই তিনি পুনরায় বলেছেন——

'বস্তুতঃ তু যততা শিপ্পোহার্থুপমূলঙ্গতি।'

এই সংসারকে আবার নেই সত্যযুগের স্বর্গ করিতে হইলে দিকে দিকে প্রচার কর 'বীরঢারণ ব্রহ্মচর্যাঙ।' আপামর সাধারণ, আবাল-বুদ্ধবন্ত সকলের কাছেই পাঞ্জাহুনাঙ্গেন চিত্কার করে বল——

'ন তপস্যা ইত্যাদি ব্রহ্মচর্যাং তপোভত্তয়।
উজ্জ্বলী। তবে যাত্রা কে দেবে ন তু মাত্রাঙ।''

এইখানে বিখ্যাত ভাতাকীর নিকল্প যা বলেন তাও সকলকেই মনে রাখতে আমি অসাধারণ করি; তিনি বলেছেন——It is a medical—a Physiological fact that the best blood in the body goes to form the elements, of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is re-absorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve muscular tissue. This life of man, carried and back and diffused
through his system, makes him manly, strong, brane, heroic. If wasted, it leaves him effiminate, weak and irresolute intellectually and physically debilitated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation etc. etc."

ার্থং ইহা চিহ্নিতত যে শোকিনের সারাঘাত পুকুর ও শ্বেলােকের জননশক্তির মূল।

হস্তমৈথুন, অতিরিক্তমৈথুন ইত্যাদি ছাড়াও পুথিমৈথুন প্রভৃতি অষ্ঠাভাবিক উপায়ে রেতপাত হইতেও ধর্শনভঙ্গ দেখা দেয়। আবার গর্ভনিরোধ জন্ম সহায়ককে বীর্যরোধ করা অর্থাৎ Coitus interruptus ও Coitus reservatus প্রভৃতি প্রক্রিয়া হইতেও এই করাল ব্যাধি দেখা দিতে পারে। তারপর সিফিলিস, গণরোগ ইত্যাদি রোগ যে ধর্শনভঙ্গর জনক তাহা বলাই বাহুল্য।

এই মূত্রে কিন্তু একটি নূতন কথা বলিব। কামপিপাসা মনের মধ্যে জাগরিত হইলে বর্তমান তাহাকে অতৃপ্ত রাখা ওজন অস্তিক এবং পরিণামে তাহা হইতেও ধর্শনভঙ্গ দেখা দেয়। যাহারা মনের ও কামনাবাক্য রতিচিন্তা পরিহার করিয়াছেন তাহাদের কথা সত্ত্বা কিন্তু যাহাদের মনে দীনবিনি কামপিপাসা আগারক আছে অথচ কোনও কারণে বাধা হয়ে মৈথুনকার্য হইতে বিরত থাকিতে হয় তাহাদের অবস্থা অতি শীতলী পাপনীয় হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই শিল্পীর বাক্তিকে ধর্শনভঙ্গ রোগপ্রায় দেখা যায়। 'ungratified passion has undoubtedly a weakening effect on the sexual
functions. When the nerves are excited they require a relief; otherwise there follows a congestion of the prostate and other sexual glands and irritability of the nerves.'

ухাদের

ক্রমহং ব্ল্যান্দেশ বেশীভাবে দেখা দেয় ও পরে তাহার শুক্র-তারলা ঘটিয়া। ধর্ষণভঙ্গ জনিয়া থাকে। আমি এই ভাবের

অবিবাহিত রোগী পাইলে সর্বাগ্রে তাহার বিবাহ দিন। তাহার

শ্রীসহাবাস ঘটিয়া ধাকি ও ক্রমঃ তাহার আরোগ্য বাড়ে সাহায্য

করি। এই ঐকার অবিবাহিত রোগীদের শ্রীসহাবাসই একমাত্র

উষ্ম শ্রবণ রাধিবে।

স্বরুভতারলা ঘটিয়া। ধর্ষণভঙ্গ আনিবার আরে করেকটি

কারণ আছে; শুয়ালন, বা মথায় ও কফিপান, উত্তেজক ঔষধাদি

সেবন, উগ্র ও গোপাক দ্ব্যাদির আহার, রাত্রি আগ্রণ, অহিল

চিত্তা ও কোথবন্ধা ইত্যাদি এই সকল কারণের অক্ষত্রাক্ষ

ধর্ষণভঙ্গ হইপারায় আছে; (১) আংশিক ' ও (২) সম্পূর্ণ।

আংশিক ধর্ষণভঙ্গ জননসমৃদ্ধি সামরিক উত্তেজনা আসিলেও

কার্যকালে তাহা বিফল হইয়া যায়। আৱ সম্পূর্ণ ধর্ষণভঙ্গ

কোনও উত্তেজনা আদেী দেখা যায় না। উপরন্তু নারীজাতির প্রতি

একটা বিগতীর্থ সুখ জনিয়া থাকে।

ধর্ষণভঙ্গ চিন্তিসাকালে রক্ষর রক্ষর কার্যকালে উপদেশাদি

অক্ষর অক্ষর পালন করিতে হইবে; তাহাকে কার্যনৌকায়

রক্ষর হইতে হইবে। তাহাকে আমিতে হইবে—

'মরণ কীৰ্ত্তন কেলি। প্রেক্ষণ উছলভাবন দ্বী।

সমুত্রসাধন ক্রিয়ানিষ্ঠতের ছ।'
ধর্মভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার ২৬৩

কর্ষণ যাহাকে কর্ষণ এই কথাটি স্বরূপ রাধিতে হইবে—

'ন জাতুঃ কামঃ কামান্তঃ উপভোগেন শাশ্বতি।

হবিষ্যা রূপবন্ধে তুহ এবাভি বর্ষতে॥

নিম্নলিখিত মোহিওপাথি উদ্ধাবলি লক্ষণালয়েরে এরোগ করিলে ধর্মভঙ্গ রোগ আঘু প্রশমিত হয়। এই উদ্ধাবলি আমার হাতের ব্যঞ্জন; উহাদের দ্বারা ধর্মভঙ্গ রোগীর চিকিৎসায় আমায় প্রায় বিকল হইতে হয় না। উদ্ধাবলির নাম নিচে আলাদা হইয়াছে——

এনাক্স ১—৩, ক্যালকিলাম ৩০, চায়না ৩০, ক্যাশ-কার্ব ৩০, জেলস ৩০, লাইকো সি-এম, নন্হ ষো, ফস ৩০, এলিস-ফস ১৪, কোনারাম ৩০, ডাবলিনা ৭, সেলেনিয়াম ৩, সালফার ৩০, এনাক্সিমান ৩০, জার্মা ৭, বিউকো ২০০।

সাঙ্ক্রমণে এইরূপে আনিয়া দি যে পাইরিকায় প্রেমেহতু ধর্মভঙ্গ হইলে এনাক্স-ক্যাশিটেস ৩ প্রথম অবস্থায় ৮ থাট্টার এরোগ করতে হবে। আর্যতা বা পতন ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইলে সাঙ্ক্রমিক ৩—২০০ মহৌস। কিন্তু শিন্দাড়র আর্যতা লাগিয়া ধর্মভঙ্গ হইলে ছাইপেরিকায় ১৪, ৪ থাট্টার দিতে হয়; অনেকের মতে ইহার উচ্চতম ওষুধ ২০০-১০০০ শক্তি অধিকতর কার্যকরী। ধর্মভঙ্গ সহ যথায় অকোষ্ঠী কষ্টগ্রস্থ হয় তথায় কেলি-গ্রোম ৩৯ দিলে রোগ সহার আরোগ্য হয়; আর এই উদ্ধে একটি করিয়া রোগী নাইবিয়া। অধিকদিন ধর্মান্ত অতিরিক্ত ইস্ট্রোজেরা করার পর এই রোগ হইলে এলিস-ফস ১ দেওয়া উচিত। রূপবন্ধে তরঞ্জ রোগীর সহিত সহায়তায় অক্ষতা অস্তিত্বে লাইকোপোলিয়াম লক্ষণান্তর বহস্তিন পরপর ১ মাস দিলে তাহাদের মধ্যে বোনসম্মত। অচিরাৎ
বক্ষ্যাত্ম তাহার কারণ ও প্রতিকার ৪—

নারীর গর্ভে সত্ত্বা অর্জনের না করিলেই তাহাকে বক্ষ্য বলে ধরা হয়। রমণী মায়ের জাতি, মাতৃতাত্ত্বিক তাহার পূর্বপুরুষত্তি। সন্তানহীনা নারীর দূর্ঘন্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। নারীতে মাতৃত্বের অভাবে হাস্যকার করে; নারীর মাতৃত্ব থেকে বে রেহের নির্বাচন সর্বদা প্রবাহিত হয়, শিশুকে অতুলনীয় অস্ত তাহা সল সাধনাকারী ব্যাকুল ও চঞ্চল থাকে।

বক্ষ্যাত্ম মৃদুতঃ ছইঘোকার। রমণীর মাতৃসমাধিস্থের পূর্বে অর্থাৎ তাহার যৌনাগ্রন্থের পূর্বে তাহার গর্ভধারণ অসম্ভব। ইহাকে বালিকার বক্ষ্যাত্ম বলা যেতে পারে। দৈর্ঘ্যে ইহার কর্মচিত্ব ব্যতিরেকে দেখা যায়। এমন অন্তনাগু শোনা যায় যে রমণীর অতুল সংখ্যা দিবার পূর্বেই গর্ভধারণ হইয়াছে।

আর একপ্রকার বক্ষ্যাত্ম আছে তাহা রমণীর গ্রুদ্ধের বক্ষ্যাত্ম বলা হয়। রমণীর মাতৃলোপকালে অর্থাৎ সাধারণতঃ তাহার ৪৫ বৎসর বয়স্ময়বে তাহার মাতৃত্বের অবসান ঘটে এবং তাহার পক্ষে আর গর্ভধারণের কথা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে
The love of children is woman's instinct” according to physicist and writer Dr. Chawasse's Advice to a Wife. The passage goes:

Many a married lady would gladly give up half her worldly possessions to be a mother and well she might—Children are far more valuable. I have heard a wife exclaim with Rachel “Give me children, or else I die”. Truly the love of children is planted deeply in woman’s heart”. 

Baphys  তাহার Physical life of woman নামক গ্রন্থে অনেক কথা আনিয়েছেন; তাহার মত রমণীর নিম্নলিখিত কারণে গর্ভোৎপত্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

( ১ ) স্নায়ুদাত্রীর বন্ধু নয়। যতদিন শিশু নাতৃত্ব পান করে ততদিন প্রায়ই সেই মাতার গর্ভোৎপত্তি হয় না।
(২) জলবায়ুর প্রভাব। বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর বিভিন্নতাহেতু গর্ভেৎপত্তি সমস্তে বিভিন্ন দেখা যায়। তাই বেলজিয়াম প্রদেশে শিশুর অস্ত্র যত বেশি তাহার মৃত্যুর সংখ্যাও তত ভাল। “In Belgium, the higher the price of the bread the greater the number of children and the greater the number of infant death.

(৩) ঝুঁকির প্রভাব। বিভিন্ন ঝুঁকিতে অস্ত্রসংখ্যা কম বেশি হয়া থাকে। বসন্তকালেই অস্ত্রসংখ্যা বেশি হয়া থাকে।

(৪) সাংসারিক অবস্থা। অবসাদ্ধ তারত্মিকাদের অঙ্গনের তারত্মায় দেখা যায়। পথের তিনিরন্তর কোলে ৩৪টি লীলাদীর কঙ্কালসার শিশু অনুষ্ঠ দেখা দেয় অথুহ অনেক লক্ষ্যতির দ্বারা একটি শিশুর অস্ত্র হাফাকার করিয়া। অতিব অনুষ্ঠোল, হাঁদ্বদৈশ্য, দরিদ্র ও অনাহারের মধ্যেই মা বস্ত্র কূপা যেন পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

(৫) সহবাস-আসক্তিহীনতা বা Frigidity বন্ধ্যাবর অপর করে।

(৬) অতিরিক্ত সঙ্গমপ্লিস্ত। সহবাসপ্রুতি কমিয়া। যাইলে যেমন বন্ধ্যাবর আসক্তি হাফিক হয় আবার তেমি অতিরিক্ত কায়ুকাত হেতুতে ঐ রোগ অন্যতম থাকে।

(৭) দূষহলতা।

(৮) বক্ত বিশেষ কোনও বিশেষ বর্তমানতা।

(৯) খামাত্ত্ব সহবাসে নূতনত্ত্ব বন্ধ্যাবর অপর উপায়। ঝাফিক বলেন “The stimulus of novelty
matrimonial intercourse imported by a short separation of husband and wife is often salutory in its influence upon fertility”.

(10) দ্বমূর্তির একই Temperament থাকা বন্ধুভাব্যের হেতু হয়। গ্রাফিন্স বলেন যে “Sterility was more common with couples of same temperament and condition”, এই কারণেই পিতৃজ্ঞ হিপোক্রিট ঐ কারণ দুর করিতে উপদেশ দিতেন। এই কারণেই বোধহয় বিলায়ি সমাজে দেখা যায় যে বহুদিন একত্র বসে করিয়া কোনো স্ত্রীরের একাধিক সহবাসে গর্ভাতস্তি হয় নাই কিন্তু দৈনি মনোমালিন্ত বশতঃ তাহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইবার পর সেই স্ত্রী পুনরায় পরিলিপিতা হইয়া নূতন স্বামী সহবাসে অত্যন্তকাল মধ্যেই গর্ভবতী হইয়াছে।

(11) বন্ধুকালপত্রে গর্ভাতস্তি। অনেক রাজ্যে বহুদিন বন্ধ। গ্রাফিন্স হঠাৎ গর্ভধারণ করিয়া থাকে। ফ্রান্সের রাজ্য, Anne of Austria, ২২ বৎসর বদ্ধ। গ্রাফিন্স হঠাৎ গর্ভবতী হন এবং চতুর্দশ বৎসরের জন্ম হয়। দীর্ঘ হেন্দুর স্ত্রী ক্যাথারিন ১০ বৎসর বদ্ধ। গ্রাফিন্স পর গর্ভবতী হইতে আরম্ভ করেন এবং পর পর ১০টি সচ্চান্দ্র অবসর করিয়াছিলেন। বিবাহী ভাঙ্গু টিল্ট (Tilt) পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়া যে অনেকগুলো অঠাৎ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া, অনেক নারী বদ্ধ। গ্রাফিন্স পরে ৪৫ বৎসর বদ্ধে গর্ভধারণ করেন।

যে রাজ্যের বথ্য। নাম গ্রাফিন্স স্ত্রীনর জন্ম হইতে চারে তাহাদিগকে ভাঙ্গু গ্রাফিন্স এই কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন, (see physical life of woman by Napheys).
(১) নির্দিষ্ট সময়ে সহগমন। ‘নির্দিষ্ট সময়’
বলিতে তিনি ঝুতুর দিন কয়েক পূর্বে ও ঝুতুর দিন কয়েক
পরে, উদেশ করিয়াছিলেন। একক্ষেত্রে ঐ সময়টাই গর্ভধারণের
উপযুক্ত কাল। ফ্রাঙ্কের রাজা মিত্রীহ হেনরি, সুবিখ্যাত ফার্নাল
(Farnal) দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে ঐমত ঝুতুর পূর্বে ও পরে
রমণ দ্বারা সত্তানের জন্য দিয়েছিলেন।

(২) জরায়ু ও ঝন উভয়ের সম উভেজন।
ঝন ও জরায়ু ইত্যাদিতে ভালতে পরম্পর ঐন্তিক আছে যে
একটাই উভেজন। হইলে অপরটাই উভেজন। অনেক এবং
সহগমনে গর্ভোৎপত্তি হয়। “The womb and the breasts
are bound together by very strong sympathies:
that which excites the one, will stimulate the
other.” ডা. চার্লস লোডেন (Dr. Charles Lowden) বলেন
যে এইভাবে চলেন ৭ জনের মধ্যে ৪ জন নারী গতিলী হইলে।

(৩) বলবান শিশু দ্বারা ঝন পান করান।
ব্যাখ্যানীর ঝন যদি কোনও বলবান শিশু দ্বারা টানান হয়
তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার গর্ভধারণের সংস্থান আসে। সুবিখ্যাত
মার্শাল হল (Marshall Hall) এইভাবে চলিতে উপদেশ
দিতেন। আমি এইভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া জৈনিকা-ব্যক্তি
নারীর গর্ভধারণে, সহায়তা করিয়াছি। এই প্রগাঢির দ্বারা
অতি সুন্দর ফললাভ হয়।

(৪) উঘা দ্বিতীয়ের সেক্ষ। ঝনের উপর ৩ পিণ্ডশীল
উপর উঘা দ্বিতীয়ের সেক দেওয়া ও প্রত্যহ ২৬৩ বায় breast
pump ব্যবহার করান উঘ্রী গর্ভোৎপত্তির পক্ষে পরম সাহায্যকর;
"Fomentation of warm milk to the breast and the corresponding portion of the spinal column and the use of the breast pump two or three times a day, just before the menstrual period, have also been recommended by good medical authorities."

ইহা ছাড়া অধিবশ্ন বা প্রস্তুত পরিশ্রমের দ্বারা রক্ত হওয়া প্রভূত গর্ভধারণের সহায় হইয়া থাকে। অলস নারীরা কিছুদিন ভোজন পরিশ্রম করিবার পর হঠাৎ গর্ভধারণ করিয়া থাকে। এই সমস্তে অধুনা ডঃ ম্যারিয়ন (Dr. Marion) প্রস্তুত গর্ভেণ্য করিয়াছেন।

বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডক্টর রুডক (Ruddock) বদ্যাঙ্ক সমস্তে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন; তাহার মতে বদ্যাঙ্কের হইল্পকার কারণ আছে; প্রথম একারের নাম Local বা স্থানীয় এবং দ্বিতীয় একারের নাম Constitutional বা ধাতুভূত। স্থানীয় কারণের শ্রেণীতে তিনি নিয়ন্ত্রক কারণগুলি নির্দেশ করিয়াছেন—

(১) অবকল্প হাইমেন; অনেক নারীর সতীচিন্তা থাকে না—তাহাকে imperforate hymen বলে। কাহারও বা আদৌ হাইমেন ছিল থাকে না, কাহারও বা এত অন্তঃ ছিল থাকে যে তাহারা সহবাস কিনা আদৌ সম্ভব নহে।

(২) যোনির স্ফুটত্ত্ব বা আংশিক অবকল্প; ইংরাজিতে ইহাকে বলে narrowness or partial closure of the Vagina, এরূপ হইলে স্নানসহায়ের সহায়তা থাকে না এবং যোনিদীপ পুনঃঅভিষিক্তকর প্রবেশ লাভ হইতে নাই।
(৩) যৌনিদেশে অঙ্গুদ। (Tumours or polypi).

(৪) জরাশূর অঙ্গুদ।

(৫) গর্ভাশয়ের মুখের অবকাশ্যতা; অনেকসময় অত্যন্ত কষ্টকর প্রসব বেদনার পর গর্ভাশয়ের মুখ ও ঘাঁটির ছিম হয়ে যায় এবং তৎপরে তাহা একেবারেই বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ঐমত ঘটিলে গর্ভা হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(৬) কষ্টিক ইত্যাদির অবশ্য অপব্যবহার।

(৭) তীব্র ঔষধাদির যথেষ্ট ব্যবহার।

(৮) ডিজনোনের প্রসাধার।

(৯) কাল্ল নলের কার্য্যের ব্যিক্রম; ইংরেজীতে বলে Adhesion or occlusion of the Fallopian tubes.

(১০) গর্ভাশয়ের স্থানচাহিদা; ইহাকে ইংরেজীতে বলে subinvolution, displacement or flexion of the womb.

(১১) শ্বেতপ্রদর।

(১২) বাধক।

(১৩) বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাস।

উপরে ঐ ১৩ প্রকার কারণে গর্ভধারণ করা অসম্ভব হইয়া থাকে। ঐগুলি সবই স্থানীয় বা Local কারণ মধ্যে গণ্য। ধাতুগত বা Constitutional কারণ খুব বেশী নহে; উহাদের মধ্যে নির্মুক্তগুলিই প্রধান বিষয় গণ্য হইয়া থাকে।
বন্ধ্যাত্রুর ধাতুগত কারণ

(১) মেদপ্রবণতা বা obesity.
(২) অতিরিক্ত ও অসাব অন্তর্গত.
(৩) ব্যবসায় বা অন্য বিষয়ে দাঁতের মনঃসংযোগ.
(৪) অতি দীর্ঘ বা অতি বিলম্বিত ঋতু.
(৫) বিলাসের ক্রোড়ে জীবন্যাপন.
(৬) মেজাজের উগ্রতা.
(৭) অতিরিক্ত ভাবগতনতা.

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বন্ধ্যাত্রু দোষ নানাকারণে ঘটিলেও যাত্রিক দোষই ইহার প্রধান কারণ। অপরিমিত সহবাস, গতিরোধের ও জরায়ুর পীঠ, শেরপ্রবৃদ্ধি, রক্তপ্রবৃদ্ধি, শারীরিক কীর্তিন, বিলাসিতা, রক্ষতা, অতি প্রশস্ততা। ইত্যাদি কারণে শরীরে যাত্রিক দোষ জন্মে ও তদ্ব্যতি তাহারা গর্ভধারণের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে। যাত্রিক দোষ বা ক্ষুদ্র কারণে কোনও দোষ না থাকিলে শ্রীলোক সহজে বন্ধ্যা হয় না। ঋতুদোষ দেখা দিলেই যুবিতেই হইবে যে, সেই নারীর জরায়ুর দোষ হইয়াছে, এবং জরায়ুর দোষ হইলেই গর্ভ হওয়া স্বীকৃত। পুনরায় জরায়ুর দোষ দূর হইলে, সেই নারী আরো গর্ভবতী হইতে পারেন। এই কারণেই দেখা যায় যে কোনও নারীর বিবাহের পর চৌদিন বন্ধ্যা থাকিলে পরে চৌত্ৰ গর্ভবৃত্তি হইয়া পড়ে। আবার কেহ কেহ বা ২৩টি সপ্তাহ এবংই পরে চৌত্ৰ বন্ধ্যা। হইয়া পড়ে ও আমর গর্ভধারণ করিতে।

পারেন না। তখন তাহার জরায়ুর দোষ যথায় থাকে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।
ঋতুগঞ্জস্ত দৌরের পরই রমণীর স্বাভাবিক প্রাক্তন রক্ষণ অপর শ্রেষ্ঠ কারণ গণ্য হয়। অতিরিক্ত পুষ্টিকর ধাতুগাদি, ভক্ষণ করিয়া রমণী যথেষ্ট অতিরিক্ত সেদপ্রবণ ও স্বল্পদেহী হইয়া পড়েন তখন তাহার গর্ভধারণের সাধারণত কমিয়া যায়। মেঘেরাইয়া জানিয়া যে, যথেষ্ট কোনও রমণী অতিরিক্ত মোটা হইতে আরাম করেন তখন আর তাহার গর্ভ হইবে না। বিবাহের পর কোনও কোনও যুবতী অতিরিক্ত মোটা হইতে আরাম করে এবং তখন বৃদ্ধি হইয়া মেঘেরাই তাহার কপালে বন্ধায়ত্ত লাগে শাক্তে। 'স্বল্পদেহ' ও 'বিবাহ মধ্যে জীবন যাপন' এই ছইটাই রমণীর বন্ধায়ত্ত নিশ্চিত কারণ। এই কারণেই দেখা যায় যে বড় ঘরের ও ধনী বিলাসিনী রমণীরা প্রায়ই সত্তার মুখ দেখিতে পান না। একটি সত্তার জীবন কত লক্ষ্য, কোনপ্তির ঘর অসহ্য হয়ে থাকে তার ইচ্ছা নাই। এত যে পোষাপুষ্ট নেবার সম্প্রতি দেখা যায় তাহারও মূলে ৫ একই সত্য বাপার আছে; রাণী, সহারাথী, জনিতা বা অতি ধনী ব্যক্তিদের গৃহীতার দিন রমণী বিলাসে ও স্বল্প ব্যবহারের মধ্যে এমন যাবে জীবনযাপন করেন যে তাহার আরাম কোনও মতেই ঠিক থাকিতে পারে না—ফলে তাহারা গৃহীত বন্ধু হন। ধনীর গৃহে, যত বন্ধু নারীর স্বর্গ। দেখা যায় অত্যন্ত কোথাও তত দেখা যায় না।

যে ব্রীতলোকেরা গতৎ, মাথার ঘাম পায় কেলে বাধিকে দ্বেলী। হুমকি ভাতের সংস্থা করিতে হয়, ধায়া কড়া ডুতেলো। গে৷ পৃষ্ঠ খাবে না—তাহার মধ্যে সমান রূপ নাই থাক না ধরায় রূপার অট্ট নাই। একাশেই দেখা যায়, পুঞ্জারিণী তিথীরিণীর কোড়ে শীর্ষ দীর্ঘ ৩০টি পিন। এ ব্রীতল কথনও
বন্ধাবন্ধর ধাতুগত কারণ

কথনও এককালে ২৩৪টা পর্যাবেক্ষন সম্পন্ন গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে।

অতিরিক্ত আহার, বিহার ও বিলাস হেতু মেদাধিক্য হওয়ায় বে নারী বন্ধ। হয় পুনরায় তাহারা যদি হর্জাগ্র জন্ম অনাহারে ক্ষীণকায় হইয়া পড়েন তখন তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনা খুবই বেশী হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ে ইংরাজ ভাষার ডাঃ লুডন বাহা বলিয়াছেন তাহার বিশেষ বিবেচনার বিষয়। "Dr. Loudon, an English physician, had a theory that underfeeding encouraged procreation, and cites in defence of this idea, how that a lady, who had possessed ample means had remained sterile, became fertile as soon as she had lost her fortune; and theorists of this school say that in Selogue, France it is found that the carps, which are abundantly fed in certain ponds, do not breed until they are put into other ponds where they are half-starved." (See—'Population question' by Dr. G. R. Drysdale, Page 7 of 1892 Edition).

আমি নিজে কয়েকটা বন্ধ জেনার দ্বারা গাভীকে কিছুদিন অর্ধাহারে রাখিয়া ক্ষীণকায় করিয়া তাহাদিগকে গর্ভবতী হইবার শ্রোণ দিয়াছি।

লুডনার পত্র হইলে, সত্যানিয়মে পরিশ্রম করিয়া, বায়াম করিয়া এবং আহার কমাইয়া দিয়া যদি দেহটাকে শীর্ষ করিয়ে পারা যায় তাহা হইলে অতি সতর্ক গর্ভধারণ হইতে থাকে। ইহা
আমার পরীক্ষিত সত্য। আমি কয়েকটি ধনীগৃহিণীর বন্ধ্যাবদ্ধতার চিকিৎসাকে করিয়াছি। তাহারা প্রায় সকলেই স্কুল ও মেডিকালের আলাদা স্থায়ী অন্তর্বাহিত হইত। পরিশ্রম করা কাহাকে বলে তাহ। তাহারা জানিতেন না। দিনরাত সেজেও গলির্ধূলী সোফায় পড়ে, নতুন নিয়ে বসে যুযুয়ে দিন কাটত। তাদের দেহ হয়েছিল মোটাও ঝুতু স্বভাবিত অনিয়মিত। আমি তাদিকে প্রথমই একবেলা আহারের হুম দিএ এবং রাতে উপরাসে রাধি। একবেলা যে আহার করিয়ান তাহাও আমি বাধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছি দি; মাছ, মাংস, ভিম ইত্যাদি একবেলাই পরিতাপ করিয়ে বলি। আমার প্রযুক্তি নিঃসৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাদিকে সকলে ও সম্বন্ধ ব্যঞ্জন করিয়ে হইত। ঐ ব্যায়ামের মধ্যে তাদের বাটার বাটার ভাতার কাউট তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাহাদিগকে সেই কাউট অন্তর্ভুক্ত ১ ঘন্টা ধরিয়া করিতে হইত। তাহারা অতি অন্ধকারের মধ্যে পীর্ণকায় হইয়া পড়িলেও এবং তেজস্ত তাহারা মনে মনে চুমি হইয়া পড়িলেও একদিকে বল হইতেছিল অতি চমৎকার; যেহেতু অতি শীতল তাহাদের অনিয়মিত ঝুতু ক্রমশঃ নিয়মিত হইতে আরাম্ভ হইল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ৬ মাসের মধ্যেই গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; অবশ্য এ সঙ্গে আমি হোমিওপ্যাথি ঔষধের ব্যবহার করিয়াছিলাম।

মাসকার পূর্বেও একটি বন্ধ্যা রোগীর পট্টের দ্বারা চিকিৎসা করিবার তার পাই। রোগিনী রোহিনী নগরীর কোথাও ধনী ব্যবসায়ীর শ্রী; বয়স ৩৮ বিশ্ব গর্ভধারণ করেন নাই; অত্যন্ত বিলাসিনী এবং অতিরিক্ত আহারাদেশ অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছেন; ঝুতু অনিয়মিত ও অতি ব্যথা; অতি কষ্টায়ক
ব্যন্তিবর্জ্যান্ত ধাতুগত কারণ

বাধিত; মেকাইজ অথবা দূষণ; সহ্যব্যস্ত দৃষ্টি ও তদনুসারে অভিজ্ঞতা; এত মোটা দেহ যে ব্যায়ীসহবাসবাদকে ও মিনিটের মধ্যেই ভীষণতার হারীতে ধারার এবং তত্ত্ব তাহার স্বাভাবিক কোষাংশ অপূর্ব অবস্থায় উঠে পড়তে হয়; আঁজ ৮ বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ সহবাস একদিনের জন্যও হয় নাই।

৩১ রোগীনী অশ্ব আমার নিকট ব্যন্তিবর্জ্যান্ত চিকিত্সা। করিবার কোনও আশা বই ইচ্ছা করেন নাই; তিনি তাহার কষ্টপ্রাপ্ত ও ভীষণ বর্ষণায়ক বাধকবেদনায় চিকিত্সার অভাব তাহার আঘাতপ্রক লক্ষণসহ Case Taking Formটা পাঠিয়েছিলেন এবং তাহাতে আমাকে এই অঙ্কুরাদ করিয়েছিলেন যে আমি বেশ সম্ভব তাহার বাধকবেদনার শাস্তি দিতে লাগবান হই। আমি এখনোই তাহার অস্ত্রাহারে ধাতিবার হুমা দি এবং দিনািজির মধ্যে কতই তারা ১ বার আহার করিতে বলিও আহারের জন্যও একটি তালিকা পাঠিয়া দি। ঈহা ছাড়া, এতেহ সকালে ও সন্ধ্যায় আমার নিজস্ব প্রাণায়মন্ত্র ব্যায়ম করিবার উপদেশ ছিল।

এই সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ঔষধও ব্যবহার করিয়েছিলেন। তিনি ২ মাসের মধ্যে ভীষণ প্রায় অস্ত্রাহার হইয়া যান, তাহার ধুতু নির্নিয়ম হইতে থাকে এবং বাধকবেদনায় সম্পূর্ণ দুর্বল হয়। বর্তমান সম্প্রসারণ পাইয়াছি তিনি অদ্বষ্ট। হইয়াছেন। এই ঘটনানূতন কৌশল পথে আরও অগ্রভাব ছিল। বাধকবেদনায় ভাল হইতে হইতে তিনি যে সন্তান ধারণ করিবার অভাবীর ভাবণ্ডী লাভ করিবেন ঈহা উদাহরণ করিয়া দেখিতে লাগিল এরোগীনীন্দ্রের 

এই সকল রোগীদের সহবাস সম্প্রসারণ আমি কিছু নতুন নূতন বিধ ব্যবস্থা দিয়া থাকি ও ফল অতি অনুভূত পাই।" ব্যায়ীসহবাসের
২৭৬

যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি

পর রমণীগণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া। শীতলজলে যৌনিদেশ রুইষ্ঠা ফেলেন।
ঈহ আমার অথুমোদিত নহে। পুনঃবীর্য্য স্ত্রীযৌনিদেশের
নায়ে দুঃখলে এবং তখন রমণীর সর্বাঙ্গীন স্নায়ু ও মস্তিষ্কের এক অতাত্ত্বিক
'টালকে'। ঐ শুক্র যৌনিদেশে থাকিয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত
হইলে, রমণীর রূপবাস্ত্র ও কাপড় চতুর্দশ বাড়িয়া যায়।
বিবাহের
রথিয়া যে রমণী ও মুখীটিগণ হঠাৎ পরম। রূপবাস্থ্যবতী হইতে
আরম্ভ করেন যাহাকে বিবাহের অংশ লাগা ছাড়া, তাহাও এই
মূলের assimilation অষ্টম হইয়া থাকে। বদ্ধ রমণীগণ
সংবাদ খুব কম করিবেন এবং অত্যন্ত কামান্তর। হইলে রাঢ়ির
শেষের দিকে স্বারাচার্য করিয়া, আহরণ একক্রিয়া
পুনঃবীর্য্যটাকে ধারণ করিয়া রাখিবেন। একবারের বেশি সংবাদ
করা আদো চলিবে না।

মাতা হইতে ইঙ্কি। হইলে ও রূপবাস্ত্র বজায় করিতে হইলে
রমণীকে থাকিয়া রমণীকে থাকিয়া শনন করিতে হইবে এবং অতি প্রভাতে
অরুেশের পূর্বে শয্যাভাঙ্গ করিয়া মুক্ত বায়ুতে রূপ করিতে
হইবে। বর্ষাক্ষেত্র নাশ করিবার উহা একটি শেষু উপায়।
এই প্রসঙ্গে আমি বিখ্যাত তড়াকার চাঙ্গালের, 'স্ত্রীর প্রতি
উপদেশ' নামক ইংরাজী বইটি পাঠ করিতে বলি। তিনি বলেছেন—

"Let a young wife, if she be anxious to have a family, and healthy progeny, be in bed
betimes. It is impossible that she can rise early in the morning unless she retires early
at night. If you are desirous of having family, if you wish to be strong, if you desire to retain
your good looks and your youthful appearance, rise betimes in the morning; if you are anxious to lay the foundation of a long life, jump out of bed the moment you are awake” (See—Dr. Chavasse’s Advice to a Wife).

বিলাসিনী ও ধৃনী রমণীগণের বস্ত্রাঙ্গ সম্প্রে উক্ত দাঃ চাভাল বড়ই স্নান একটা কথা বলেছেন; তিনি বলেন—“Rich and luxurious ladies are less likely to be blessed with a family than poor and hard-worked women. But if the hard-worked be poor in this world’s goods, they are often rich in children, and "children are a poor man’s riches.” (See—Dr. Chavasse’s Advice to a Wife).

অনিঃস্মরিত সঙ্গম যে বস্ত্রাঙ্গ অপর হেতু তাহ। আগেই জনাইয়াছি। অতিরিক্ত সহবাস করা, বাহ্যিক সমস্ত অপেক্ষা বেশীক্ষণ ধরিয়া সহবাস করা, হই-ই বস্ত্রাঙ্গ জনমায়। আমি জনেকা বস্ত্রা রমণীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম; তাহার রমণীসহবাসের কাহিনী অতি আশ্চর্য্যজনক; তিনি প্রতিবারে অন্ততঃ হই বহু ধরিয়া রমণীর সহিত রতিক্রিয়াতে মধ্য থাকিতেন ও তবেই তাহার কার্যপালক শাস্তি হইত, না চতুর্দশ না তে। ঐ দস্তুরের মধ্যে প্রথমে তাহার রমণী, শ্রীর সহিত সহবাস নিজের অক্ষমতা জানিয়ে আমার উপদেশ প্রার্থনা করেন। তাহাতে তিনি বিখ্যাত জনান যে “আমার শ্রী (বয়স ৩০) হইল্পতার করে আমাকে সহবাসকালে
চাঁদিত্যা দেন না। অচ্ছ ৫মিনিটের মধ্যেই আমার শুষ্কাবীব হইয়া থাকে ও তাহার পর শ্রীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকা আমার পক্ষে মৃত্যুবণ্যগণর সমন্বয় হইতেছে। শ্রীর সহিত সহস্বাসে ঐ কারণ জন্য আমি এতই ভীত থাকি যে সহজে আমি শ্রীর সহিত সহস্বাস করিতে চাই না। ফলে আমাদের মধ্যে দারুণ মনোমালিন্য স্থিতি হইযাছে এবং শ্রী আমাকে চরিত্রহীন বলিয়া গালি দিতেছেন ও অবিশাল করিতেছেন। এক্ষেত্রে আমি কি করিতে পারি? কেমন করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবন এই সমস্তার সমাধান হয় তাহা দয়া করিয়া অনাইয়েন।

বাহাবোক আমি প্রথমে উক্ত শ্রীরের বন্ধুত্ব দিকে আদে। মনোনিবেশ করি নাই এবং যৌনবিজ্ঞানায় মোক্ত নানা প্রক্রিয়া ঘাঁরা তাহাকে শ্রীর সহিত সহস্বাস করিতে উপদেশ দি। ঐ প্রক্রিয়ার নথীতে Coitus Reservatus অন্তর্ভুক্ত। ঐ ভাবে শ্রীসঙ্গ করিয়া তিনি তাহার শ্রীকে সম্পূর্ণ শান্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে আমার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ অস্থি ও বিশাল জিনিসপত্র পর তাহার শ্রী আমাকে তাহার নিজের অবস্থা জানিয়া চিকিৎসার উপদেশ চান। তিনি লিখিয়াছিলেন—“আপনি আমার দুর্বিবায় সহস্বাস ইচ্ছার কথা পুরোরেই জানেন। প্রত্যেক সহস্বাস অন্ততঃ দুইটাই সময় না হইলে আমার তৃষ্ণা আসে না। আমার বানী, আমার সহিত পারিয়া উঠিতেন না; কিন্তু ধন্ত আপনার বিধ্বস্ত, ধন্ত আপনার উপদেশ ও ধন্ত আপনার ঔষধ। এক্ষেত্রে তিনি অক্ষেত্রে হই বলিয়াও আমার সহিত সহস্বাস করিয়া আমাকে গাঢ়ির তৃষ্ণা দিতে পারেন। কিন্তু আমার প্রদর্শন মত হাজার হাজার সহস্বাসকলে যৌনিদেশ হতে এত বেশী নির্গত হতে থাকে যে
তাহার বলিবার নাহে; আমার স্নায়ুকে তদ্ভব সন্ধ্যক্ষয়ের বড়ই অস্বীকার্য্য তোগ করিতে হয় এবং আমিও অতীব লজ্জায় পড়ি।

ইহা ছাড়া রাজশ্রীর ভীষণ ত্রন্দায় আমি শ্বয় নিয়া থাকি। ... ইত্যাদি ইত্যাদি।” আদি ঐ রমণীর নামাধীন বিধ্বস্তনিধি, উপদেশ ' ও ঐশ্বর্যের ধারা প্রায় বৎসরাধিকাল চিকিৎসার পরে তিনি আমার অনিবারী কি তাহার অনাটান্তরিক সহাবসাগরিত লোগ পাইয়াছে ও তাহার ঋতু স্বাভাবিক অভিব্যক্ত অস্তিত্বে আসিয়াছে।

আমি এখনও তাহার চিকিৎসা করিতেছি এবং আশাকরি যে শীঘ্রই শুনিব যে তিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন।

নরনারীর বিবাহিত জীবনে বন্ধ্যাচ্ছ একটি অতি ঘুরতর সময়ের কারণ বলিয়া দাম্পত্যজীবনে যোগানয়। নামক পুত্তকে আমি এই বিষয়ের বিধারীতি আলোচনা করিব।

বন্ধ্যাচ্ছ চিকিৎসায় হোমিওপাথি মতে নিম্নোক্ত ঐশ্বর্যহীন লক্ষান্তরে বিযুক্ত হইয়া থাকেঃ—এগ্রাস, এমন-কার্ক, অরাম-নি, ব্যারাইট-মিউর, বোরাঙ্ক, কাকে-কার্ক, কানা-ইন্টি, ক্রিমাইলাম, কোনিয়াম, ইউপেটো-পার্সি, গসিপাম, এক্সাইটিস, এলোনিয়াম, আইওভিয়াম, লেসিথিন, মেরোরিনাম, নেট্রাম-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, ফসফাস, প্লাংচিন, সাবল, ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে ‘কিলীযুক্ত বাধকসংযুক্ত বন্ধ্যাচ্ছ’ রোগে আমি বোরাঙ্ক দিয়া করেকাটি রোগিণীতে অব্যুচ্ছ ফল পাইয়াছি।

ঐ লক্ষে ঐ ঐশ্বর্যের বিযুক্তে আমরা প্রায় বিশিষ্ট হইতে হইল।

ইহাতে হিসের খেতাংশের মত প্রসবহৃদ্য হইয়া ও মনে হয় বেনে গরম জল প্রবাহিত হচ্ছে। ইহার রোগিণীর ঋতু খুব শীতোষ্ণ।
হয় এবং গুরুত্ব পরিমাণে আবর্ত হয়; তা ছাড়া মোচড়ান ব্যাখা ও বিবিধান থাকে। স্বায় ব্যবহারে গর্ভধারণের সাহায্য হয়।

‘এপ্রাস-ক্যাপ্টস’ ক্লাইড আলাদা হওয়া কিন্তু তাহার রোগীর ঋতু খুব সম্প থাকে এবং সেই রোগী সাহস করিতে মোটেই ইচ্ছুক থাকে না বরং রোগা বোধ করে; সেই রোগীর গৃহদীর প্রতি তাহাতে হলো চোপ বাগে।

‘কোনিয়াম’ ওড়নীর ব্যবহার খুব কম হলেও স্বায় তাহার নিজস্বে অন্তুষ্ট ফল দেয়। সে রোগীরা সামাজিক, নৈতিক, বা আর্থিক কারণে, অথবা অধিকন্তু যার অবস্থা হেতুতে সৌন্দর্যা মনের মধ্যে অপূর্ণ অবস্থা দামন করিতে বাধ্য হইয়া, যাদের কনের বোটায় ছুটকোটা ব্যাখা থাকে, যাদের অন্ত অন্ত স্পর্শ-অস্বল্প, গল্প ও বস্তুর্বাদ, অথবা যাদের অন্ত বললে বা কুঞ্চিত, যাদের অন্ত হৃদয়ে খুব জোর হাত দিয়ে মোচড়াতে ইচ্ছা করে, যাদের অন্তর্গত ঋতুর পৃষ্ঠ ও ঋতুর খুব বড় হয় ও যত্নের দের, যাদের ভিত্তিতে প্রাত্যাহরণে থাকে, যাদের ঋতু বিলম্বিত ও অগ্রাধিকরণে তাদের পক্ষে বড়ই উপকারী হয়ে থাকে।

মানব ও পশুর সৌন্দর্যা বোধকর্মণ্যে পার্থক্য ৪—

মনোবিজ্ঞান ও পশু জীবনের সৌন্দর্য বোধকর্মণ্য (Sex impulse )

সংক্ষেপে ২১৪ কথা বলা অগ্রাসীর্বিক হইবে না। এই সংক্ষেপে বিভাগিত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে Jacques Fischer শ্রীমতী ও Catherine Alison Phillips কর্তৃক ফরাসি হইতে ভাষাতরিখ লাভ

Love and Morality নামক সূত্রিখাত পুস্তকটা পাঠ করা।
উচিত। প্রাণীরাজ্যের যৌন Impulse নিবন্ধ করে বাধ্যিক ব্যাপারদির উপর ‘dependent upon external forces, acting either directly or by the agency of the internal organic environment.’ কিন্তু নরনারীর Sex impulse শ্রুঃ এই ব্যাপারের উপর শীর্ষবক্ত নহে; বাধ্যিক ব্যাপার বা external forces তা আছে, ’তাহা ছাড়াও শুদ্ধমত্ত ম্যানবপ্রকৃতির সত্তারম্যায় আরো অনেক কিছু হতেন ব্যাপার ঐ সংস্কেত জড়িত আছে। ইহা গণিত শাস্ত্রের মত এইভাবে বলা যায় যে ‘The sexual impulse, or cerebral reaction accompanying love—the sexual impulse of the animalf+ superadded phenomena’. প্রাণীরাজ্যের মধ্যে বৎসরে একবার বা ছাড়ার, কখনও নিগুঢ় সময়ে বা নিগুঢ় ভুত্তে যৌনউত্ভেষ্টনার সঞ্চার হইত্তাহা থাকে; ঐ সময় যৌনক্ষুধার প্রক্রিয়া এত বেশী যে অনেক তত্তারা প্রণির দিয়েও ইহা না হইতেন। শরৎকালে ভূমস্ত জাতির যৌনউত্ভেষ্টনার ছবি আমাদের জানা আছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রাণীরাজ্যের বিভিন্ন সমাক্ষেপের যৌনক্ষুধার ক্ষুদ্র হওয়ার বিধি আছে; কিন্তু নানাকের পক্ষে যে কোনও ভুত্তে যৌনক্ষুধার উদয় হওয়া সম্ভব। অবশ্য ভুত্তে যৌনউত্ভেষ্টনার তারতম্যে যে মানবজাতীয়ের একবারেই নাই, তা নয়। সেই পর ভুত্তে ও শরৎ ভুত্তে উভয় প্রাধান্য পরিক্ষায় দায়া। জানা গেছে। নানার প্রতি ২৮ দিন অন্তরে যে ভুত্তে দেখা দেয় তঁহার দায়া ইহাই প্রাথমিক হয় যে নরনারীর যৌনমৌলন প্রতি মসেই হইত্তাহা বিধি আছে।

কিন্তু কোন নরনারীর যৌনউত্ভেষ্টনার সময় অসময় নাই তাহার কারণ নির্দেশ করিতে গেলে আমাদিকে অতি অতিভক্তিকে মানব
The father made a selection from among the children born of every union: he killed or drove out the sons, in order to avoid all subsequent sexual competition, and kept the girls, who constituted his harem. The operation continued with the new-born sons of the second generation, until the head of the tribe was abandoned both by virility and life.
বীর বানর বিরাজমান। পৃথক শাবক হইলে তাহার আর নিশ্চয় নাই—দলপতি যে কোনও মুহূর্তে তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবে। ঐ সকল পৃথক-শাবক প্রাণভেদে পলাইয়া গিয়া নিজেরা একটা পৃথক দল করিয়া বাস করে; তাহাকে ‘সর্বগুণর দল বলে। সেখানে ঐরূপ বিতাড়িত পুঁইগণ একত্রে বাস করে; পরমার পুঁথিশ্রুতের দ্বারা তাহারা যৌনপিপাসায় শান্তি আনে; অথবা দৈবাং যদি কোনও স্ত্রীবানরকে তাহার দলে পায়, তাহ হইলে সকলে মিলিয়া তাহার সহিত ভাগাভাগি করিয়া সহবাস করে। পরে তাহাদের পিতার ক্রমশঃ যখন বুদ্ধ অশক্ত ও দুর্বল হইয়া পড়ে তখন তাহাদের মধ্যে কোনও অবল ও বলবান একজন হঠাৎ একদিন গিয়া। পিতার সহিত লড়াই করে ও পিতাকে বধ করিয়া তাহার দলের নায়ক হইয়া বসে। তাহার পিতার অবস্থানে সে শুধু সেই দলটাকে অধিকারী বলিয়াই পরিচিত হইবে না। তখন সেই হইবে সেই দলস্ত সমুদ্র স্বীকৃতির প্রাপ্তি ও ভর্তি, রক্ষাকর্তা ও রমনকর্তা; এবং সেইকার্যে তাহার দলস্ত মা ও নোন সমাজ অন্তরীতার।

মানব সমাজের আদিকল্পে পিতৃতাত্ত্বিক ও বিতাড়িত সন্তানগণের ভাগেও এইরূপ হইত। পিতার হাত হইতে নিশ্চিতি পাইয়া তাহারা প্রাণভেদে পলাইয়া। একটা পৃথক দল গঠন করিত। যৌবন আগমনের সঙ্গে তাহাদের যৌনপিপাসা। দেখা দিলে তাহারা পরমার পুঁথিশ্রুতি করিয়া সেই ক্ষুধার অপনোদন করিত। দৈবাং যদি কোনও নারী তাহার হাতে পড়িত তাহ। হইলে তাহার সকলে মিলিয়া তাহার যৌবনে উপভোগ করিত; এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের পিতা যখন বুদ্ধ ও দুর্বল হইয়া পড়িত তখন তাহাদের মধ্যে জনৈক বলবান যুবক একদিন হঠাৎ
During this time the sons who had been driven out banded together in hordes, satisfying their sex impulses by homosexuality or the common possession of some female who had fallen into their power by chance. This lasted until the sons could surprise and kill the father, share the females, who were their mothers and sisters, and found a new social order, which has lasted down to our time.

سمارا انابه اگنت ناری لیلا، تهاراک تداریا،
یویون و کردهری سختی سای اکنون پوستک سردی واسی
خاکیتیه هیفت. ملکیه معترع اکت بورکه یا معترع پری
قد اکنون اسکن کوئناثا انال ایک و سایه سمپرلی ناریاهرباکسین
کرکتی-نرکثی لیبر. کرکت اکت بورک دالاک مایک
سکول ناریاک
ایک لیبر عکتو دیه. دیت نا یا 28 گن اکت عکتو دیه
دیت نا. 28 گن اکت عکتو دیه دیالاک. تانا که کوئناریک
کوکن دیه دیب تهارا بیوراکی خاکیت نا. کرکت دیه دیالی
تاهار سختی سهیپس کریا. تهارا پریال یویونکیکاران شاکتی
آئیتیه هیفت. تاهار یکید. سای دالاک تهارا بوریکی به
মানব ও পশ্চিম যৌনভাবের পার্থক্য

প্রণীতঃ মাতা, যুবতী তত্ত্ব ও তরুণী তত্ত্বের মাত্রার থাকিত।
তাহাদের সভ্যতার কাহিনির নৈপুণ্যময় এক পর্যন্ত নহে; প্রণীতিকে
বা অতি তরুণীদিকের অংশে অতি সহজ মূল্য দিতে পারিলেও
dলস্থ যুবতীদিকে তৃষ্ণা দেওয়া তাহার একাদশ পক্ষে সহজ ছিল
না।
ফলে যে কোনও মুখ্যত্ত্বের নারীষ্কৃতার জন্য তাহাকে
অস্বাভাবিক হইতে হইত এবং অতিকর্মীত্ব যুবতী পুনঃপুনঃ সহস্রাধি
করিতে চাইলেও তাহার পশ্চাত পড়ে।
এইরূপে
পুরুষ তাহার জীবনযুগ্ম অর্থাৎ কেবল ‘নির্দিষ্টকালে যৌনকালে করিতে
স্বভাব’ হারাইয়া ফেলিল। সেই চিন্তন ঐশ্বর্যের “Why is
man not content with the law of instinct,
the cyclic periods of sexual excitement, out-
side of which he would remain like the other
animals, absolutely indifferent to all ideas of
love?” এইখানেই উত্তর পাওয়া গেল। নরনারীর যৌনজীবনেও
পুরুষের সত্য প্রয়োজনীয়তার নির্দিষ্ট সময় অপারিতকে স্বত্বাকলেও
ক্রমে ক্রমে এইরূপে তাহা পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং যৌনজীবনে
মানব, পশ্চিমের দিকে হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

রসলীনদের জীবনেও ঐ একই কারণে যৌনবিশেষের নানা পরিবর্তন
দেখা দিল। বহুলাকার একটি মাত্র অসম্ভব পুরুষের দ্বারা
সহায়তা তোটেই যৌন পিপাসার শান্তি পাইত না। একটি পুরুষ
কর্মজ নারীর যৌনকুল্য মিটাইবে যে নিয়মীকরণ হিসাবে কর্ম
করিয়া আইত; একদিকে যেমন পুনঃ পুনঃ মৈথুন দ্বারা তাহার
কর্মনির্ভর অক্ষম, শূন্য তরল ও যৌনশক্তি হুটাল হইয়া পড়িতে
লাগিল অন্যদিকে তেমন আবার দলের মধ্যে তাহার তত্ত্বীরা, ক্ষত্রারা।
যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি

রা দৌহিত্রীরা যৌনবেদন ও তারুণ্যের সমাগমে অতিরিক্ত কার্য্য হইয়া দিনরাত সহবাসের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে শাস্ত করা সেই প্রায় বা বুঝের একা সাধ্য ছিল না; দলের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষে না থাকায় তাহারা নিজেদের মধ্যেই অন্ধভাবিক মৈথুন করিতে অনুরোধ করিল। আদিযুগে যেমন ঋতুসমাগমে নারী কামান্তা হইয়া পুরুষ সহবাস প্রার্থনা করিতে এবং তৎকালে কেনও শক্তিশালী পুরুষ তাহার সহিত প্রচুরবিবর্তে সহবাস করিলেই যেমন সেই মালের জন্য তাহার কামান্তার শাস্তি আসিতে ও ঋতুরক্ষ হইতে, এক্ষেত্রে কিন্তু তাহ সম্বন্ধ হইল না। দলস্ন বুদ্ধি কথা বা ভয়, ঋতুসমাগমে দলস্ন তৎপরে পুরুষদিনে দলস্ন অপর ঋতুস্নাত নারীর সহিত নিয়মাঙ্কনের সহবাস করিয়া রক্ত আহ্ব; তথ্যাপি এই ক্ষেত্রেও তাহার বাধ্য হইয়া নথিদাখ্যা বুদ্ধির সহিত সংসম করিতে হইল। কিন্তু ইহ নিয়মরক্ষা হইল মাত্র, তাহার তৈলন্তুষ্ট্র আসিল না; ফলে যৌনউক্তিক্ষণে সমান তাহার মধ্যে ধাক্ষিণ্য তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল এবং সে কখনও বা কামান্তা হইয়া অন্ত সমকারেরকামান্তা নারীর সহিত বিপরীত মৈথুন করিতে অনুরোধ করিল, কখনও বা হত্যা বা অন্য তাহার সাহায্যে যৌনব্যাধি পাইবার চেষ্টা করিল। একিকে কিন্তু তাহার যৌনউক্তিক্ষণ তৃপ্ত হন হওয়ায় দিনের দিন তাহা নিরুদ্ধ না হইয়া বাড়িয়া যাইতেই লাগিল এবং এই ক্ষেত্রে নারীর তাহার পণ্ডিত্য তাহে দলস্ন যৌনউক্তিক্ষণ বোধ” রহিত হইয়া পড়িল।

প্রাপ্তীদের মধ্যে কিন্তু ‘স্বনিষ্টিতে সময়ে যৌনকার্য্য করা ও জম্মদান করা’ এক অপরিচিত ও অপরিহার্য্য আইন বা ধর্ম। “In animals, the fixing of the cycle of reproduc-
tion in an immutable from is a law which nobody can or will disobey; reproduction is the final act towards which all the activities of the species converge; it seems to be the sole reason of the life of individuals.

 זוון-জীবনের মধ্যে একবার মার্ক যৌনকল্যাণ হয় এবং তাহাতেই হয় তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে পারে; ঐ সহবাসের জ্ঞান অবস্মৃত হয়ে নয় যেমন, নচেৎ হয় একুশ্চিত জ্ঞান। তাহার যার আবিষ্কার হয়, "or because coition is itself obligatory accompanied by an enormous mutilation, and brings about death".

 ঐ জ্ঞানে যে পুংসক্রিয়া (Drone) সহবাস করিলেই তাহার পুংলিঙ্গমাত্রে, 'ও গেনিটাল ওষ্ঠগুলিকে, ব্যাক্তি স্নায়ুকার যোনিদেশে রক্ত করিয়া পাপভাগ করে। আবার হয় অনেকে বোধ মৃত্যু বরণ করা ভিন্ন রীতিবহ করাই হয় না। 'মুক্তি' জাতির যৌনজীবনী পর্যবেক্ষণ করিলেই ইহার সত্যতা দেখা যাইবে।

 Praying mantis পাপভাগ যোনিগণ এই একই তাপ লাভ করে। কিন্তু মৃত্যু হইলেও 'Sex instinct is an absolute law which is never disobeyed' যৌনচরার বাহিরে যাইবার উপায় নাই। প্রতোক জীব-জগতের মধ্যে সেই জীবন যৌনজীবনে কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই; 'In man, on the contrary, the sex impulse
is continual, obeyes no fixed law, and has no character of inevitable necessity'. নরনারীর যৌনক্ষুদ্র অবিরাম লেবিসিয়া জিহ্বা বিষ্টার করিয়া আছে, তাহার কোনও বীর্যাধারা আইন-কাঁধুন নাই; সমর অসমর নাই, রাতিব্যি ভেদ নাই বে কোনও মৃত্যুর্ত তাহার যৌনক্ষুদ্র জাগিয়া। উঠিতে পারে; তখন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব। লালসার বিশালী কামনায় যে কোনও মৃত্যুর্ত তাহার বৃত্তিক অন্তরায়া। চাষুখানি ব্যাপারে উচ্চরে প্রচার করে 'নই ভুঁথা হ'—আমি ক্ষুধায়, আমি কামায়।

পশ্চ-যৌনজীবনের গহিত মানব-যৌনজীবনের অপর এক পার্থক্য আছে; পশ্চাদের যৌনজীবনে বৌদ্ধা হস্তে তাদের দৈহিক দিনাজ ও দৈহিকক্ষুদ্র তৃণ্ট সাধন; সেখানে মনের রাসনা বা কামনার স্থান নাই; তাই পণ্ডিত Jacques Fischer বলেছেন—

"The animal only satisfies his sex impulse physically when he has arrived at the climax of excitement, and finds in it an unquestionable necessity for glandular discharge. How many times do we fail to attain to good sense of animals during our existence!"

আর এক বিষয়ে উভয় জাতির যৌনপার্য্যক্য অতি পরিষ্কার-ভাবে পরিক্ষুদ্র হয়ে উঠে। পশ্চাদিতের মধ্যে যৌনকার্যের অন্য শ্রীপুরোষ বাছাবাছির কোনও আবশ্যকতা থাকে না; সেসময় সকল পুংপুষ্ট সকল শ্রীপুরোষ নিকট সমান মনোহর এবং সকল শ্রীপুষ্ট সকল পুংপুষ্ট নিকট সমান মনোহারিনী। ইহার কারণ তারিবার অন্ত আমাদিকে বেশী কষ্ট করতে হবে না। পশ্চাদিতের যৌনকার্যের
জন্তু একটা বিকির্ণ সময় বা ঝুঁকির হিসেবে আছে; সেই জাতির সকল গৌরী ও পুরুষগণই সেই সময়ে সমান কামার্তি ও মৈথুন জন্তু ব্যাপুল হয়ে ধরে—‘if, in mating, the animal appears not to attach great importance to the choice of its partners, this is no doubt due to the fact that since the season at sexual excitement is the same for the whole race all individuals are about at the same stage of sexual maturity, and there is no urgent reason for choice’।

মানবজীবনে এইখানেই বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যেহেতু তাহাদের যৌনজীবনে পরস্পরের Selection ও আকর্ষণ একটা অতি মূল্য অংশ শ্রেষ্ঠ-আশ্চর্যকারী ব্যাপার। নরের প্রতি নারী ও নারীর প্রতি নরের যৌনআকর্ষণ না হলো যৌনক্রিয়া মোটেই সম্ভব হয় না।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যৌনআকর্ষণ সত্ত্বা বলিয়াই নরনারীর যৌনজীবন এত বেশী মহত্ত্ব হয় আছে। এই আকর্ষণের মধ্যে আমরা প্রেমের সেই মহান মূল্য রূপে দেখে নয়ন সার্থক করি; এই প্রেমের অধিকারী হইয়া ভিত্তির সে সম্প্রদায়ের গৌরবে গৌরবাক্য হয়ে উঠে এবং কাঙালিনী নারী রাজ্যবাণ্ডনা স্মৃতিতে দিকবিদিক আলো করে রাখেন। সেই বলিক্ষিত ও আকাঙ্খিতসাধীন স্মৃতি পূর্বেই নরনারী আশ্চর্য হয়ে বলে—

‘আমার সকল কাটা ধন্য করে
ফুটবল গোল ফুটবলে
আমার সকল বাখা রঙিন হয়ে
গৌরাপ হয়ে উঠলেন’।

সমাপ্ত